Jaya Narayana Ghosal

করুণা নিধান বিলাস

[Calcutta. 1814.]

Karunā nidhān bilās
by
Jaya Nārāyan Ghōsāl

Calcutta, ~~1840~~.

শ্রীহরি ॥ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতি রণ্যথা ॥ ❁ ॥ গৌরচন্দ্রি। রাগসিন্ধু। তালসম ॥ ❁ ॥ গৌর করিল উপায় জীবের তারণ হেতুঃ ধরি দ্বিজকায় ॥ ধুয়া ॥ নবদ্বীপে নিজ নাম নূতন রটায়। পরজাতা ॥ অচিতে চেতন দিতেঃ জগজন বুঝাইতেঃ শ্রীহরি চৈতন্য নাম প্রেমেতে বিলায় ॥ ১ ॥ তেজিয়া সংসার সুখঃ ঘুচাইতে লোক দুখঃ উদাসীন হৈয়া দিক্ষা গৃহিকে জানায় ॥ ২ ॥ সর্বেশ্বর সেই হরিঃ আপনি হুঁকারে হরিঃ বল সবে হরি হরিঃ সদা রসনায় ॥ ৩ ॥ কভু সুর তাল মানেঃ উনমত্ত নাম গাণেঃ কভু প্রেম রসে ডুবিঃ সকলে ডুবায় ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ রাগ জঙ্গলা ॥ তাল একতালা ॥ তরুণ অরুণঃ কিরণ বরণঃ জিতিল শচীনন্দন ॥ ধুয়া ॥ আজানু লম্বিতঃ ভুজ বিরাজিতঃ জড়িত অম্বুজঃ মৃণাল সহিতঃ ততোধিক কর শোভন ॥ ১ ॥ পরজাতা। আরক্ত বসনঃ বিহিন ভূষণঃ মস্তক মুণ্ডণঃ জীবের কারণঃ বুঝিতে এভাবঃ সবে মেলি করে যতন ॥ ১ ॥ বিষয়ের মুলঃ তরল গরলঃ দিনে দিনে তনুঃ জগতে জারিলঃ বিচারি মানসেঃ ছাড়হ এবিষ ভক্ষণ ॥ ২ ॥ গোরা পদ সারঃ কর এইবারঃ বল হরি হরিঃ পাইবে নিস্তারঃ এই মহাজনের পথ কররে বন্দন ॥ ৩ ॥ ❁ ॥

শ্রীশ্রীহরি ॥ পীঠবন্দন মঙ্গলরাগ। তালদশকুসি ॥ বহু দেশে বহু শাস্ত্র আছে নিরূপিত। কেহু কেহু ভিন্ন দেশি বিশেষ বিদিত ॥ ১ ॥ দেশে দেশে লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন জাতি। উপাসনা দেশে দেশে শুণি নানাভাঁতি ॥ ২ ॥ পুরাতনগ্রন্থি পুথি স্বদেশি ভাষাতে। দৈব পরাক্রম কথা লিখিত তাহাতে ॥ ৩ ॥ এই ক্ষণ পূর্ব দৃষ্টে ব্যবহার যত। বিচারিতে সর্বতত্ত দেশে ভিন্ন মত ॥ ৪ ॥ ইহাতে ভারত খণ্ডে পূর্ণ অবতার। বিচারিতে শাস্ত্র মধ্যে কৃষ্ণ রূপ সার ॥ ৫ ॥ এক মনে দুই রূপ স্থিরনাহি হয়। অতএব এককর্ত্তা সাধন নিশ্চয় ॥ ৬ ॥ কাশী মধ্যে সৎসঙ্গ যতেক ঘটিল। গোরও যবন চীন বহু জাতি ছিল ॥ ৭ ॥ হিন্দু মধ্যে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বহুত। গণেশের উপাসক মহারাষ্ট্র যত ॥ ৮ ॥ তপনের উপাসক কাশীতে কিঞ্চিত। অঘোরী নানকপন্থি কবির শাসিত ॥ ৯ ॥ হিন্দু জাতি ইচ্ছাময় হিনরাজ নিত। কলিযুগ অল্প ধর্ম্ম জীব পাপান্বিত ॥ ১০ ॥ মুক্তি যুক্তি জ্ঞান ভক্তি এই দুই

। সর্ব দেশে এই সার স্বর্গ অপবর্গ ॥ ১১ ॥ কর্ত্তার নিশ্চয় বিনা ভক্তি কিবা
রে । কর্ত্তাকে বিশ্বাস বিনা জ্ঞান সদা হরে ॥ ১২ ॥ প্রথম বয়স মম বিষয়েতে
। মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল ॥ ১৩ ॥ পঞ্চাশ বিগত পরে জরায়
ল । মরণের ভয় আসি অন্তরে পসিল ॥ ১৪ ॥ চিন্তামণি কোথা পাব এই
রা করি । কাশী মধ্যে দেবালয়ে কিছু কাল ফিরি ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ রূপ মনে কিছু
র করিল । ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল দেখিল ॥ ১৬ ॥ অমৃতরায়েরদ্বারা তাহা
াশিল । অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল ॥ ১৭ ॥ দেখিতে দেখিতে লীলা
া উদয় । সেই মত রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥ বাঙ্গালি ভাষাতে
া করিতে রচন । রঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল সুজন ॥ ১৯ ॥ সংস্কৃত
কৃত নিজ শক্তি মত । আরম্ভ করিল দোঁহে হই এক চিত ॥ ২০ ॥ বারশত
সালে মাস অগ্রহায়ণ । রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈল আয়োজন ॥ ২১ ॥ সপনেতে
খি যাহা লিখি সেই মত । সেই ভাষা তরজমা করেণ পণ্ডিত ॥ ২২ ॥
র পর আর নাই সেবস্তুকানাই । নিশ্চয় প্রকাশ ইহা জানিবে সবাই ॥ ২৩ ॥
বের উদয় ধন্য কভু নহি কবি । ভুলিয়ে রহিল মন হেরি কৃষ্ণ ছবি ॥ ২৪ ॥
তএব গ্রন্থ দোষ করিবে মার্জ্জনা । ভকত জনার পায় আমার প্রার্থনা ॥ ২৫ ॥
তি পীঠ বন্দন সাঙ্গ ॥ অথ ধ্যানং ॥ দ্বিভুজ মুরলিধারীঃ পরাৎপর অধিকারীঃ
শুদ্ধ মানুষ রূপ গোলক নিবাসি । সর্বতত্ত্ব লুপ্ত যায়ঃ শ্যাম রঙ্গ ধৃত কায়ঃ
মিরে তেজের পুঞ্জ দীপ্ত অভিলাষি ॥ ১ ॥ আনন্দে ত্রিভঙ্গ অঙ্গঃ কর পদ্ম তলে
ঃ ত্রিভুবনে লালরঙ্গ যাহার আভায় । ঈষৎ হাসিতে সেতঃ শ্বেত বর্ণ প্রকাশিতঃ
তাম্বরে পীতবর্ণ জগতে বিলায় ॥ ২ ॥ চারিবর্ণে অবতারঃ চারি যুগে সুধাকারঃ
ছটা প্রাপ্তিগুণে শৃজন সংহার । নিত্য রূপে ভূষাযতঃ সেই আভা রত্নশতঃ দিবি
মে অদ্যাবধি রূপের প্রকার ॥ ৩ ॥ অতুলনা রূপ খানিঃ ধ্যানে মাত্র অনুমানিঃ
পাবীজ যেতনুতে হৈতেছে রোপন । সেই জানে প্রভুতত্ত্বঃ সদা সেই নামে মত্তঃ
এই ধ্যান তারমনে সদাই গোপন ॥ ৪ ॥ ইতিধ্যানসাঙ্গ ॥ ● ॥ ● ॥ ● ॥
জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম সংস্কৃত পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই

বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকরুণা নিধান বিলাষ ভক্ত জনের আজ্ঞা মত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা বারবৎসর যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা কিঞ্চিত করিতে উদ্যোগ মাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক ভক্তজন অনেক কিন্তুভাব এক ॥ ● ॥ প্রভুরনিকটপ্রার্থনা ॥ ● ॥ অহে প্রভু নিত্য সত্য সর্ব জীব পতিঃ। ত্রিভুবনে যত পতি তার তুমি পতিঃ ॥ ১ ॥ সর্বাধিকাধিক তুমি সর্বের ঈশ্বর। সর্ব সিদ্ধি দাতা তুমি সর্ব পরাৎপর ॥ ২ ॥ তোমার ইচ্ছায় জন্ম জগতে আমার। সেবন করিব পদ নিশ্চয় ইহার ॥ ৩ ॥ তাহাতে স্বভাব দুষ্ট সদাই ঘেরিল। জ্ঞান ভক্তি দুই পথ নিরোধ করিল ॥ ৪ ॥ তুমিহে করুণা ময় জগত বিদিত। তবপদ চিন্তামণি কুচিন্তা ভঞ্জিত ॥ ৫ ॥ তব কৃপাস্পর্শ মণি সুবর্ণ কারক। মম অযদড় লোহাঅতি নালায়ব ॥ ৬ ॥ দয়া[illegible]তা গুণেপ্রভু স্পর্শকরমোরে। কলঙ্ক অখ্যাতি লোহা তবে যাবে দূরে ॥ ৭ ॥ পাপত্যাগ করি প্রভু তোমার শরণ। অহর্নিশি করি আমি এই নিবেদন ॥ ৮ ॥ ক্ষম অপরাধ প্রভু অহে ক্ষমাকর। ক্ষমাইতে মম বুদ্ধি অতি সুদুষ্কর ॥ ৯ ॥ অদ্যাবধি যত পাপ করেছি বিস্তার। তব কৃপা হৈলে প্রভু পাইহে নিস্তার ॥ ১০ ॥ যাহাতে সন্তোষ তব সেহ কর্ম্ম করি। এমন করুণা কর প্রভু হিতকারী ॥ ১১ ॥ অহে প্রভু দীননাথ দয়াকর মোরে। উঠিতে বসিতে মনরহে পদবরে ॥ ১২ ॥ তোমার বিরাট রূপ হেরুক নয়নে। মনআত্মা সেই রূপ রাখুক ধেয়ানে ॥ ১৩ ॥ স্বগুণ কীর্ত্তন তব গাউক রসনে। তবনাম সুধারস শুণুক শ্রবণে ॥ ১৪ ॥ ধরণি লুটিয়া দেহ পড়ুক চরণে। প্রদক্ষিণ শ্রীমন্দির করুক যতনে ॥ ১৫ ॥ তোমার সেবন প্রভু পরম উত্তম। করিবারে মম মতি নাহিহয় ক্ষম ॥ ১৬ ॥ দীন হীন ক্ষীণ আমি সুকর্ম্ম তেজিয়া। এই দশা এবে মোর তোমা নাসেবিয়া ॥ ১৭ ॥ অনাথের বন্ধু রাখ পদছায়া দিয়া। মমহেন পাপী নাহি সংসার ভরিয়া ॥ ১৮ ॥ অনন্ত প্রকার সৃষ্টি তোমার ইঙ্গিতে। চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ দীপ্ত আকাশেতে ॥ ১৯ ॥ শ্রীগুরু শ্রীসাধুদ্বার তোমারে চিনিতে। এই কৃপাকর মন থাকুক তোমাতে ॥ ২০ ॥ শোক রোগ মোহ লোভ পরম বিশাল। অহঙ্কার হিংসাআদি বিসম জঞ্জাল ॥ ২১ ॥ এসকল দুঃখদায় করিতে

ঞ্জন। তব কৃপা বিনা আর নাহি কোনজন ॥ ২২ ॥ অপরাধ শত শত নাহিক
ণন। ক্ষমা কর দোষ মোর পতিত পাবন ॥ ২৩ ॥ চুরি মিথ্যা পর দ্রুহ নাকরি
খন। আমার আত্মাকে প্রভু করহ শাসন ॥ ২৪ ॥ পরস্ত্রী পর দ্রব্যে নাকরি
লসা। নিবারণ কর প্রভু মম দুষ্ট আশা ॥ ২৫ ॥ বালযুবা কাল গত পাপ করি
ভাগ। পাপের কারণে এত ভুগিতেছি রোগ ॥ ২৬ ॥ দেখ্যা শুন্যা ঠেকি তবু
হইল জ্ঞান। চরম অবস্থা তবু নাভজি চরণ ॥ ২৭ ॥ পরম দয়াল তুমি
তিত পাবন। মম বুদ্ধি বশ নাহি যাকর এখন ॥ ২৮ ॥ অপরাধ ক্ষমা কর
ই কৃপা মাগি। আমার আত্মাকে কর সদা পাপ ত্যাগি ॥ ২৯ ॥ মহানিদ্রা
ত্যু পরে পাপের ভোগন। তব কৃপা বিনা নাহি ইহার মোচন ॥ ৩০ ॥ সত্য
ত্য মহা প্রভু সত্য মমগতিঃ। কোন রূপে হবে মোর তুয়া পাদে রতিঃ ॥ ৩১ ॥
মন করুণা কর অপরাধি প্রতি। ভজন পূজন ধ্যান নাজানি ভকতি ॥ ৩২ ॥
ত্য সত্য মহা প্রভু তুমি দয়ালয়। সুজন কুজন হই তুমিহে আশ্রয় ॥ ৩৩ ॥
জার কল্যাণ কর প্রজার মঙ্গল। অপরাধ ক্ষমা কর তোমারি সকল ॥ ৩৪ ॥
পার মহিমা প্রভু কৃপাসুধাময়। সভয়ে অভয় দেহি প্রভু দয়াময় ॥ ৩৫ ॥
জন পরিবার সকলি তোমার। তোমার সেবা যথাকে এই চাহিবর ॥ ৩৬ ॥
ম ত্রুটী ঘটী ঘটী কিবলিব আর। যাকর করুণা নিধি ভরোসা তোমার ॥ ৩৭ ॥
তি ॥ খর্ব্বাধিকা ধিক আমি চরা চরাতীত তুমি তোমারে করিতে স্তুতি কিশক্তি
মার ॥ ৩৮ ॥ স্তবাতীত বেদাতীত শব্দাতীত সর্ব্ব ভুত মহিমা তোমার প্রভু
পরম পার ॥ ৩৯ ॥ আদি অন্ত নাহি তব কিদিয়া তুলনা দিব আত্যন্তিক
থ নাশ করুণা তোমার ॥ ৪০ ॥ প্রকৃতি পুরুষ রূপে রক্ষা করি সর্ব্ব তাপে
সময় হিত জন্য বহু অবতার ॥ ৪১ ॥ নাবুঝিয়া তব তত্ব বিষয়ে হইয়া মত্ত
পে কাল গেল মোর ভাবিয়া অসার ॥ ৪২ ॥ অহে প্রভু দয়াময় নিবে দিতে
রি ভয় অভয় চরণ বিনা নাহিক নিস্তার ॥ ৪৩ ॥ রক্ষ রক্ষ দীননাথ সকলি
মার হাত অপরাধ ক্ষমা কর দীনে এই বার ॥ ৪৪ ॥ আমিত পতিত বটি
মম ত্রুটী ঘটী ঘটী পতিত পাবন তুমি করুণা সাগর ॥ ৪৫ ॥ নিত্যানন্দ মহা

প্রভু আউলিয়া বিশ্ববিভু তোমাকে নাভজি কভু কিবা লব আর ॥ ৪৬ ॥ সকল সারের সার বিশ্ব তব অধিকার তব আজ্ঞা বলবান যাকর বিচার ॥ ৪৭ ॥ তব ইচ্ছা সর্ব্ব শক্তি শক্তি ভুক্ত জ্ঞান ভক্তি ইহাতে উপজে মুক্তি অতি চমৎকার ॥৪৮॥ সর্ব্বো পরিকরি বাস অনক্ষর সুপ্রকাশ আনন্দ বিলাস নিত্য চিদানন্দাকার ॥ ৪৯ ॥ পচিশ তত্ত্বাধি কারো দেবা সুর নরনারী পড়িয়া মায়ার জালে সহ অহঙ্কার ॥ ৫০ ॥ কুহক পুতলি মত তব খেলা অবিরত জীত মৃত বুদ্ধি বানী লীলা সহকার ॥ ৫১ ॥ তোমারি কৌতুক জন্য জড়া জড় দুই ধন্য কিছু নাহি তোমাভিন্ন কিবলিব আর ॥ ৫২ ॥ স্তুতিসাঙ্গঃ ॥ ॥ শ্রীগুরুস্তুতি ॥ সৎ গুরু ত্রাণ কারী জগতের রাজা। পরম কর্ত্তার প্রিয় বিশ্ব তব প্রজা ॥১॥ জীবেরে কৈবল্য দিতে সগুণধারণ। ত্রাহি ত্রাহি সৎ গুরুদেহিমে শরণ ॥ ২ ॥ সৎ গুরু পদে মন স্থির হৈয়া থাক। জীবন অভয় পদ আঁখি ভরি দেখ ॥ ৩ ॥ গুরু সত্য এই বাণী সদা শুণ কানে। গুরু গুরু বলি সদা মত্ত হও গানে ॥ ৪ ॥ এক গুরু রক্ষা করী সর্ব্ব লোক পরি। অনন্ত শ্রীগুরু নাম সংখ্যা দিতে নারি ॥ ৫ ॥ কর্ম্ম ভুমে মহা শিব আদি বহু নাম। কর্ত্তার সমীপে নিত্য সত্য গুরুধাম ॥ ৬ ॥ যবনে রাখিল নাম মাহাম্মদ বাণী। চীন দেশে ফোই বলি গুরুকে বাখানি ॥ ৭ ॥ নানা দেশে নানা নাম গুরু এক নাথ। ত্রাণের কারণ গুরু বিশ্বে বিশ্বনাথ ॥ ৮ ॥ গোরও দেশেতে গুরু বহু নাম ধরি। বিশেষ করিল কীর্ত্তি যাই বলিহারি ॥ ৯ ॥ ক্রাইষ্ট বলিয়া তথা সদা করে গান। গুরু মোর সর্ব্ব দেশে করিবেন ত্রাণ ॥ ১০ ॥ সর্ব্ব জীব ভাই ভাই হইএক ঠাই। নিত্য সুখি হও সবে গুরু গুণ গাই ॥ ১১ ॥ অপরাধ ক্ষমা কর প্রাণনাথ গুরু। সপীলাম প্রাণ মন চরণে সুচারু ॥ ১২ ॥ যাকর পরম গুরু কৃপা তব হাত। অকৃতি সেবক আমি রক্ষা কর তাত ॥ ১৩ ॥ ক্ষমা কর মোর ত্রুটি আনিহে তোমার। নিস্তারিতে তোমা বিনে কেহ নাই আর ॥ ১৪ ॥ পরাপর গুরু তুমি বিশ্বাসের সার। পরমেষ্টি গুরু তুমি তারিতে সংসার ॥ ১৫ ॥ বিসম অজ্ঞানী মোরা সদাই লাচার। রক্ষ রক্ষ মহা প্রভু করি অঙ্গিকার ॥ ১৬ ॥ এক কর্ত্তা এক গুরু এক সৎ গুণ। তিনে এক একে তিন জগত

তার। ॥ ১৭ ॥ একের সেবন জন্য অনেক জীবন। অতএব সেবা করদিয়া প্রাণ
মন ॥ ১৮ ॥ জয় জয় গুরু দেব কৃপা কর দীনে। গতি নাহি গতি নাহি প্রভু
তোমা বিনে ॥ ১৯ ॥ ইহ লোকে পর লোকে তুমি দুঃখ হারী। এতনু তরণি
মধ্যে তুমিহে কাণ্ডারী ॥ ২০ ॥ পাপ তাপ দূর কর করুণা করিয়া। মোহেন
পাতকী নাহি সংসার ভরিয়া ॥ ২১ ॥ বিনতি করিতে শক্তি কিছু নাই মোর।
থাকর দয়াল গুরু ভব দায় ঘোর ॥ ২২ ॥ যদি হই দূরাচার তবু তব দাস।
রক্ষ রক্ষ কৃপানাথ পাপে দেয় ফাঁস ॥ ২৩ ॥ কুসঙ্গ হইতে রক্ষা কর এই
বার। থাকিতে নয়ন অন্ধ আমা সভাকার ॥ ৩৪ ॥ ❁ ॥
রাগজয়জয়ন্তী ॥ তাল আড়া তেতালা ॥ ❁ ॥ গুরুচরণ পরশ মণি রাখরে
হৃদয়ে। যতনে সঞ্চয় কর ফল ফলিবে সময়ে ॥ ধূয়া ॥ ত্রিতাপে দহিছে দেহঃ
শান্তি নাহি হয় স্নেহঃ গুরু পদ অভেদ কিকাজ সংশয়ে। পরজাতা ॥ সকলের
সার গুরুঃ গুরু বাঞ্ছা কল্পতরুঃ গুরু বিনে নাহি মুক্তি ভবপাশ দায়ে ॥১॥ পায়্যাছ
মানব তনুঃ জপ কর গুরু মনুঃ দেবের দুর্লভ হবে সংসারে বসিয়ে ॥ ২ ॥
অনারায়ণ দীনঃ কিজানে সেগুরু গুণঃ দুর্ব্বলের বল গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়ে ॥ ৩ ॥
❁ ॥ শ্রীকৃষ্ণ লীলার মঙ্গলা চরণ আরম্ভ ॥ পরম কর্ত্তাকে নমস্কার ॥ নম নম
পরম কর্ত্তার পায় ॥ অভয় চরণ তারণ উপায় ॥ গাব যশ দয়া কর দয়াময় ॥
নির্বিঘ্নে পূরণ কর যদু রায় ॥ মহাদেবকে নমস্কার ॥ ❁ ॥ পরম দয়াল প্রভু
আহে পঞ্চানন। তোমার চরণ বন্দো মঙ্গল কারণ ॥ ১ ॥ ভক্ত রাজ কৃপা কর
গাই কৃষ্ণ গুণ। তব অনুগত মোরা ভক্তির কারণ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মাকে নমস্কার ॥
অহে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা নারায়ণ পরায়ণ। প্রণাম তোমার পায় করিবারে সংকীর্ত্ত
ন ॥ ১ ॥ কলিতে কৃষ্ণের গুণ ভব ব্যাধি নাশি বারে। বেদেতে দিয়াছ বিধি মোরা
গাই সেই জোরে ॥ ২ ॥ ❁ ॥ ভগবতীকে নমস্কার ॥ সর্ব্ব ধর্ম্মপরে ধর্ম্ম কৃষ্ণের
শরণ। দয়াময়ী কৃপা বিনা নাহয় পূরণ ॥ ১ ॥ ❁ ॥ অতুল অভয় পায় করি
নমস্কার। বিঘ্ন নাশ কর মাতা করিয়া নেহার ॥ ২ ॥ ❁ ॥ ভানুকে নমস্কার ॥ ❁ ॥
প্রভুর চরণ তেজ তুমি ভানুকর। বিনতি করিয়া মোরা করি নমস্কার ॥ ১ ॥ গাইতে

কৃষ্ণের গুণ হওরে সদয় । কৃষ্ণভক্তি দাতা তুমি জীবের আশ্রয় ॥ ২ ॥ ◉ ॥ গণেশকে নমস্কার ॥ ◉ ॥ গণপতি বিঘ্ন পতি মঙ্গল দায়ক । তব পদে নমস্কার বিঘ্ন বিনাশক ॥ ১ ॥ বৃন্দাবন লীলা খেলা শ্রীকৃষ্ণ চরিত । সবে মেলি নাচি গাই পুরাও ত্বরিত ॥ ২ ॥ ধর্ম্মকে নমস্কার ॥ ◉ ॥ সধর্ম্মের ধর্ম্ম মূল রক্ষা কারি ধর্ম্ম । প্রণাম তোমার পায় তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥ ১ ॥ তোমা ছাড়া হই মোরা নানা তাপে দুঃখী । কৃষ্ণের চরণে ভক্তি দিয়া কর সুখি ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মণকে নমস্কার ॥ ◉ ॥ সর্ব্ব দেব দেবী সভাকারে নমস্কার । কৃষ্ণ লীলা শুন আসি সহ পরিবার ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণ ভকত পায়ে বহু নমস্কার । কৃষ্ণ গুণ লীলা আসি দেখ বার বার ॥ ২ ॥ ◉ ॥ বৈষ্ণবকে নমস্কার ॥ ◉ ॥ বৈষ্ণব যতেক বিদ্য মান ত্রিভুবনে । অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি হেরহ নয়নে ॥ ১ ॥ আসরে আসিয়া সবে হই এক মনে । কৃষ্ণ লীলা শুন গাও নাচ সর্ব্ব জনে ॥ ২ ॥ ◉ ॥ বৈষ্ণব প্রতি প্রভুর কৃপার শ্লোক ॥ ◉ ॥ নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েনচ । মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ◉ ॥ জগতকে বন্দনা ॥ ◉ ॥ স্থাবর জঙ্গম খেচরা চর যতেকই সংসারে । ঐরি বৈরি দস্যু আদি যত থাক ভুবন ভিতরে ॥ ১ ॥ কর জোড়ে বন্দি সবে কৃষ্ণ লীলা পূর্ণ করিবারে । সহায় আসিয়া হও প্রভু জগন্নাথ তুমি বারে ॥ ২ ॥ মঙ্গলা চরণ সমাপ্ত ॥ ◉ ॥ লীলা আরম্ভ ॥ যুগে যুগে মন্বন্তরে নানা অবতার । অসংখ্য প্রভুর লীলা নাজানি বিস্তার ॥ ১ ॥ দশম শ্রীভাগবতে কৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে । রহস্য মাধুর্য্য লীলা দুর্ল্লভ ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২ ॥ অসুর নিবারি হরি কৈবল্য কারণ । পৃথিবীতে সেই লীলা করিতে কীর্ত্তণ ॥ ৩ ॥ প্রতি মূর্ত্তি রচণায় করিয়া রচণ । শুনিবে ভকত জন করিয়া গায়ন ॥ ৪ ॥ নয়নে হেরিবে রূপ সহ পরিবার । বালক সাজায়্যা শোভা দেখ নিরন্তর ॥ ৫ ॥ তাল মানে সুর রাগে গাবে সুরবান । পণ্ডিতে পড়িবে পুথি মনে করি ধ্যান ॥ ৬ ॥ ব্রজের ভাষাতে আর বাণী বাঙ্গালাতে । গাইবে সকল মেলি সুখ হয় যাতে ॥ ৭ ॥ সুগতে নাচন কার্য্য করি স্থির মনে । কৃষ্ণ পদ চিন্তামণি ভাবহ সঘনে ॥ ৮ ॥ ◉ ॥ কর্কণা রাগিনি ॥ তাল আড়া তেতালা ॥ ◉ ॥ দ্বাপর অবসানে ধরণী টল মল ।

অসুর বিক্রম যার পাপেতে বিকল ॥ ১ ॥ অসুরের রাজ্য ভুক্ত পুজা যত ছিল।
কুসঙ্গে পাপের বৃদ্ধি অনেক হইল ॥ ২ ॥ অবলা ধরণি ভারে গোরূপ ধরিল।
তথাচ পাপের ভার নাহিক ঘুচিল ॥ ৩ ॥ ব্যাকুল হইয়া ধরা ধাইয়া চলিল।
দেব রাজ পদে গিয়া প্রণাম করিল ॥ ৪ ॥ কংস আদি দৈত্য ব্যথা সব নিবেদিল।
শুণিয়া অমর রাজ ব্রহ্ম লোকে গেল ॥ ৫ ॥ গণ সহ সর্ব্ব দেব সঙ্গেতে লইল। ধরা
ব্রহ্ম পদে পড়িয়া রহিল ॥ ৬ ॥ শুণি ব্যথা ব্রহ্মা কথা মধুর কহিল। শান্তনা
রিয়া নাথ সবে উঠাইল ॥ ৭ ॥ দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি দেবতা সকল। সঙ্গে করি
ব লোকে আসি উত্তরিল ॥ ৮ ॥ হর গৌরী পদে স্তুতি করিল বিমল। ক্ষণ
াত্রে আশুতোষে স্তুতিতে তুষিল ॥ ৯ ॥ ধরাকে অভয় দিয়া পাঠাইয়া দিল।
র্গ লোকে সবে মিলি গমন করিল ॥ ১০ ॥ ভবিষ্যত হিত কার্য্য সৃষ্টি বিচারিল
বকুণ্ঠে যাইতে যাত্রা সুক্ষণে করিল ॥ ১১ ॥ ❁ ॥
ত ॥ করুণা রাগ ॥ ❁ ॥ পাপ ভয়ে দুঃখি হইঃ কান্দিয়া ধরণি যাইঃ দেব রাজ
পদে পড়ি কান্দিতে লাগিল ॥ অসুর বিনাশ হবেঃ তবে ব্যথা দূরে যাবেঃ অভয়
বানীতে রাজা শান্তনা করিল। গিত সাঙ্গ ॥ ১ ॥ বৈকুণ্ঠ ধামেতে আসি দেবতা
ঈশ্বর ঋষিঃ বিষ্ণু পদে করি নমস্কার ॥ পৃথিবীর যত ব্যথাঃ কহিল সকল কথাঃ
বার বার করি জোড় কর ॥ ২ ॥ অবনিতে দৈত্য গণঃ দুঃখ দাতা সর্ব্ব ক্ষণঃ তপ
বলে করে দূরাচার ॥ ধরণি হইয়া দুঃখীঃ হইয়া রোদন মুখীঃ ভার দিল করিতে
সুসার ॥ ৩ ॥ কর্ম্ম বীজধ্বংস করিঃ এত শক্তি নাহি ধরিঃ নিবেদন তোমার
গোচর ॥ তব সৃষ্টি রক্ষা করঃ অবনীর ভার হরঃ তবে দুঃখ যায় সভা কার ॥ ৪ ॥
বেদ মুখে প্রজাপতিঃ পঞ্চ মুখে পশুপতিঃ স্তুতি করি পদ কৈল সার ॥ দশ
দিগ পাল আদিঃ স্তুতি কৈল বহু বিধিঃ প্রভু গুণ মহিমা অপার ॥ ৫ ॥ শুণিয়া
বৈকুণ্ঠনাথঃ সকল মস্তকে হাতঃ রাখি কহে ভয় নাই আর ॥ গোলকে সকলে
চলঃ কর্ত্তাকে বিনয়ে বলঃ আমি তথা আসিব সত্বর ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠ নাথের শোভাঃ
জিনি সব শোভা আভাঃ ত্রিভুবনে সদা দীপ্ত কার ॥ সারদা চঞ্চলা দেবীঃ দুই
পাশে দীপ্ত ছবিঃ চন্দ্র সূর্য্য বরণ দোঁহার ॥ ৭ ॥ ❁ ॥ ধ্যান করি শোভা যতঃ

নেত্রে দেখী অবিরতঃ দাস দাসি সহ পরিবার ॥ প্রদক্ষিণ দেবগণঃ করি কৈল সুপ্রস্থানঃ আনন্দিত প্রভু দেখি বার ॥ বৈকুণ্ঠ লীলা সাঙ্গ ॥ ৮ ॥ ❁ ॥

মঙ্গল রাগ ॥ তেতালা ॥ ❁ ॥ আজি শুভ দীনঃ দেখিব গোলোকঃ দুল্লভ বল্লভ পদ হেরিয়া যাবে বিপদ ॥ তিন তাপে জুড়াইবঃ দূরে যাবে শোকঃ ॥ ধুয়া ॥ নতশিরে বার বারঃ করে সবে নমস্কারঃ পুন উঠি গুণ গায় রচিয়া শ্লোক ॥ ১ ॥ বিঠল কৃপার গুরুঃ চরণ পদ্ম সুচারুঃ ধ্যান করি সুর গণ আনন্দে পূলক ॥ ২ ॥

ব্রুহ্মোবাচ ॥ বরং বরেণ্যং, বরদং বরদানাঞ্চ কারণং। কারণং সর্ব্ব ভুতানাং, তেজো রূপ নমাম্যহং ॥ ১ ॥ ❁ ॥ বৈকুণ্ঠ নগর হৈতে গোলকের স্থান। পঞ্চাশ কোটীর পথ যোজন প্রমাণ ॥ ১ ॥ সর্ব্বো পরি নিত্য ধাম ত্রিলোক মোহন। কৃপা গুণে দেব গণে পায় দরশন ॥ ২ ॥ প্রথম দুয়ার হেরি স্থকিত নয়ন। বর্ণ্ণিবারে নাহি পারে স্বয়ংপঞ্চানন ॥ ৩ ॥ এক এক দ্বারপাল পরম ঈশ্বর। শ্যাম রঙ্গে রঙ্গী সব ভুষা মনো হর ॥ ৪ ॥ কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য কান্তিতে অম্বর। পরিধান সভা কার দেখিল অমর ॥ ৫ ॥ সোপানের রত্ন আভা হেরিয়া অমর স্বর্গে মর্ত্তে্য রত্ন যত মানিল ধিক্কার ॥ ৬ ॥ শিব ব্রুহ্মা দেখি দ্বারী বিনয় করিল। অপূর্ব্ব আসন দিয়া স্নেহে বসাইল ॥ ৭ ॥ কর্ত্তার নিকটে দূত দিল পাঠাইয়া। ঈশান সহিত সুর হাযির আসিয়া ॥ ৮ ॥ পরম কর্ত্তার আজ্ঞা হইল যাইতে। চলে দেব সাষ্টাঙ্গ করিতে করিতে ॥ ৯ ॥ দ্বিতীয় দুয়ার পাল দেখি দেব গণ। পরম আশ্চর্য্য মানে তেজি অভিমান ॥ ১০ ॥ তৃতীয় দ্বয়ার দেখে স্পর্শ মণিজড়া। চতুর্থ দূয়ারে হেরে চিন্তামণি বেড়া ॥ ১১ ॥ পঞ্চম দুয়ারে দেখে পারিশদগণ। ষষ্ঠম দ্বয়ারে দেখে চতুর্ভুজ জন ॥ ১২ ॥ সপ্তম অষ্টম দ্বারে বহু নারায়ণ। নবম দশম দ্বারে সোহিন মোহন ॥ ১৩ ॥ কত শত ষড়ভুজ দ্বয়ারে শোভন। একাদশে দ্বাদশে ফটক রচন ॥ ১৪ ॥ বহু ব্রুহ্মা বহু শিব আহয় গণন। কত কোটী নব রত্ন এস্থানে নির্ম্মাণ ॥ ১৫ ॥ ত্রযোদশ বৃন্দে শোভা অতুল কিরণ। কত কোটী গোপ শিশুকরিছে রক্ষণ ॥ ১৬ ॥ চতুর্দ্দশ দ্বার পাল সুপ্রিয় সুবল। পীত বস্ত্র লাল রত্ন ভুষিত সকল ॥ ১৭ ॥ বিশেষিয়া পরিচয় সুবল নইল। পুনরায় আজ্ঞা আনি

দ্বার ছাড়ি দিল ॥ ১৮ ॥ পঞ্চ দশ দ্বার মধ্যে শ্রীদাম মালিক । তেত্তিশ কোটী অমরেতে করিল তালিক ॥ ১৯ ॥ ষোল বৃন্দে দ্বার পাল প্রধান গোপিনী । তুষ্ট হৈল পঞ্চমুখে কৃষ্ণ গুণ শুনি ॥ ২০ ॥ কোটী কোটী গোপী অঙ্গ রঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন । রূপ শীল গুণ শুনি কহে ধন্য ধন্য ॥ ২১ ॥ পরিবারে বহু স্তুতি বহু দণ্ডবত । পূরাইল মন বাঞ্ছা প্রেমের সহিত ॥ ২২ ॥ বহু কাল এই দ্বারে গোপী গণে সাধি । দেব ঋষি ব্রহ্মা শিব পায় গুণ নিধি ॥ ২৩ ॥ গোলোক উপরে মহা রাস মঞ্চো শোভা তাহার সমুখে নব বৃন্দাবন প্রভা ॥ ২৪ ॥ লাবন্যতা সুধা মাঁখা কন্দর্প নিন্দিত । ফণি মণি গজ মুক্তা এস্থানেরাজিত ॥ ২৫ ॥ ॥ দৃষ্টান্ত রহিত স্থান কৈবল্য বেষ্টিত । কোটী কোটী নায়িকাতে নিকুঞ্জ সেবিত ॥ ২৬ ॥ নিত্য বেহারের স্থান দীপ্ত কুসুমিত । জল স্থল পশু বৃক্ষ শোভা মন নিত ॥ ২৭ ॥ হেরি হেরি নব শোভা অমর মোহিত । স্বর্গের ভাষাতে দেব করিল রচিত ॥ ২৮ ॥ গোলোকের ভাষা বিনা নাহয় বর্ণন । সেভাষা লিখিতে নারে বিধি পঞ্চানন ॥ ২৯ ॥ গোলোকের শোভা হেরি ষোলবৃন্দে আসি । বামন হইয়া যেন হাতে পায় শশী ॥ ৩০ ॥ পরশিয়া স্পর্শ মণি লোহা সোনা হয় । কাম ধেনু স্থানে জান ইচ্ছা মত পায় ॥ ৩১ ॥ মৃত সংজীবনী বিদ্যা মরাকে বাঁচায় । অনা য়াসে ততো ধিক পায় দেবতায় ॥ ৩২ ॥ শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল সব সুরবর । রাধা কৃষ্ণ রূপ হেরি মূর্ছিত অমর ॥ ৩৩ ॥ বহু কাল পদ তলে অমর থাকিয়া । উঠিয়া করিল স্তুতি বিনয় করিয়া ॥ ৩৪ ॥ পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি করে নমস্কার । মন আত্মা কৃষ্ণ ময় করিলা অমর ॥ ৩৫ ॥ ধরণির ব্যথা যত সব নিবেদিল । অসুরের দুষ্ট কার্য্য নাথে জানাইল ॥ ৩৬ ॥ বিশেষিয়া কংস রীতি গোচর করিল । শুণিয়া অভয় দান সুরে প্রভু দিল ॥ ৩৭ ॥ ছিদামের শাপ আদি পূর্ব্বের কারণ । বিশে ষত কংসরাজে করিতে নাশন ॥ ৩৮ ॥ পৃথিবীতে বহু পাপ করে বলবান । এসব নাশিতে হবে ভবিষ্য রচণ ॥ ৩৫ ॥ হইবেপঞ্চম বেদ গাবে ভক্ত গণ । অতএব ভুমি ভার করিব হরণ ॥ ৪০ ॥ ইহা মনেকরি প্রভু আজ্ঞা করিলেন । দেব গণ জন্ম লহ ব্রহ্মা পঞ্চানন ॥ ৪১ ॥ গোপ গোপী তনুধরি ব্রজে কর বাস ।

নবধা ভক্তির রীতি করহ প্রকাশ ॥ ৪২ ॥ বৃন্দাবন ছায়া লই রচ বৃন্দাবন। চৌরাশী ক্রোশের পদ্ম ইহার গঠন ॥ ৪৩ ॥ পরম প্রকৃতি রাধা সহ সহচরী। আমার সেবার জন্য হবে অরতরি ॥ ৪৪ ॥ কেবল মনুষ্য রূপে করিব বেহার। ভকত জনারে দিব প্রেম সুধা সার ॥ ৪৫ ॥ অহে ব্রহ্মণ অহেশিব কার্ত্তিক গণেশ। শুণ ধর্ম্ম শুণ দুর্গা বিশেষ আদেশ ॥ ৪৬ ॥ ক্ষীরনিধিশায়ী আর নিজ সঙ্কর্ষণ। অনি রূদ্ধ প্রদ্যুম্ন মম রূপ হণ ॥ ৪৭ ॥ করিব নূতন লীলা সহ কাত্যায়নী। ত্বরা করি যাও সবে তারিতে অবনি ॥ ৪৮ ॥ প্রণমিয়া দেবগণ বিদায় হইল। নিত্যবৃন্দাবন তথা দেখিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ রাধিকার কেলিস্থান কুঞ্জ কোটী কোটী। দ্বারে দ্বারে গোপী বালা কত ষোল কোটী ॥ ৫০ ॥ শাখী পশু জলজন্তু পক্ষ পরিপাটি। জল স্থল রত্নময় স্বর্ণ যুক্ত মাটি ॥ ৫১ ॥ আকাশ বিকাশ সদা সম পরিমান। কুসুম রাজিত নিত্য শোভা করেদান ॥ ৫২ ॥ নিত্য দীপ্ত সুখ শোভা দেখি দেবগণ। নিজ বুদ্ধি মত সবে করিয়া বর্ণন ॥ ৫৩ ॥ স্বস্থানে আসিয়া জন্ম লইল ব্রজেতে। অতঃপর ব্রজ লীলা গাও এক চিতে ॥ ৫৪ ॥ ❀ ॥

ক্ষীরোদ শায়ীকে অমর গণে স্তুতি করেণ ॥ ❀ ॥ ক্ষীরোদ সাগরে হরি দেখি দেব গণ। কূলেতে দাড়ায়্যা স্তুতি কৈল আরম্ভন ॥ ১ ॥ প্রথমে গোরূপা আগে করে নিবেদন। দুরাচার দৈত্য ব্যথা যতেক বেদন ॥ ২ ॥ প্রভুর মাধুর্য্য রূপ নাহয় বর্ণন। অনন্ত উপরে শয্যা অতি মনোরম ॥ ৩ ॥ চতুভূজ অগ্নি জিত বরণ নিগম। সংখ চক্র গদা পদ্ম করে অনুপম ॥ ৪ ॥ উজ্জল কিরীট মাথে রতন ভুষণ। পীতাম্বর পরিধান তড়িত কিরণ ॥ ৫ ॥ কৌস্তুভ হৃদয়ে দোলে ভৃগুর লাঞ্ছন। কমলা সেবিত পদ নানা চিহ্ন গণ ॥ ৬ ॥ অতুল দয়াল রূপ করি দরশন। আনন্দে অমর গণ বিনয় করেণ ॥ ৭ ॥ ❀ ॥ রাগকরুণা তাল এক তালা ॥ ❀ ॥

অপরাধ ক্ষমা কর আমরা তোমার। দিনে দিনে শত ত্রুটী আমা সভাকার ॥ ১ ॥ তুমি জগন্নাথ স্বামী জগতের রাজা। অনুকূল হও প্রভু সব তব প্রজা ॥ ২ ॥ ত্রিদোষে ঘেরিল সবে বিসম মায়ায়। তুমি নাকরিলে ক্ষমা নাহিক উপায় ॥ ৩ ॥ ত্রাহি ত্রাহি ত্রাণ কারী ভবজ্বালা অতি। তিল অর্দ্ধ তুয়া পদে নাহি রহে নতি ॥ ৪ ॥

তোমারে ভুলিয়া যাই বিষয় সাধনে। নিবারণ কর নাথ কৃপা অসি দানে ॥ ৫ ॥ মিনতি করিতে কাল যখন সদয়। কিঞ্চিত প্রার্থনা জন্য যেহয় উদয় ॥ ৬ ॥ তখনি যাতনা দুঃখ নিবারণ লাগি। তব পদে নিবে দীতে হই অনুরাগী ॥ ৭ ॥ ক্ষমাইতে মম দোষ নিবে দিতে পাই। কৃপা কর মহা প্রভু এই ভিক্ষা চাই ॥ ৮ ॥ হইল আকাশ বাণী হইবে শুসার। চতুর্ব্যূহ বপুধরি হব অবতার ॥ ৯ ॥ অষ্টাঙ্গে করিয়া নতি চলিল অমর। দুন্দুভি বাজায়্যা গায় নাচে মনো হর ॥ ১০ ॥ গোলোক দর্শনের পর ক্ষীরোদের স্তুতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ অথ বসুদেব বিবাহ ॥ ❁ ॥ উগ্রসেন দারা ছিল পবনের রেখা। দ্রুমলিক নামে সুর বনে পাই দেখা ॥ ১ ॥ ॥ এই সুর কাল নেমি পূর্ব্ব জন্মে ছিল। ইহার ঔরসে রাণী কংসে প্রসবিল ॥ ২ ॥ মাঘ সুদি ত্রিয়োদশী বৃহস্পতি বার। উগ্রসেন ঘরে পুত্র আনন্দে অপার ॥ ৩ ॥ জ্যোতিষে গণিয়া কহে কংস হবে নাম। দেবতা ঈশ্বর বৈরী এই হবে কাম ॥ ৪ ॥ মরিবে হরির হাতে শুণহ নিশ্চয়। তোমারে করিয়া বন্দি হবে রাজ্য রায় ॥ ৫ ॥ দেবক নামেতে ভাই রাজা উগ্রসেনে। তাহার যে চারি পুত্র কন্যা ছয় জনে ॥ ৬ ॥ বিবাহ হইল তার পরে এক কন্যা। দেবকী নামেতে রামা ত্রিভুবনে ধন্যা ॥ ৭ ॥ উগ্রসেন দশ পুত্র তার মধ্যে বড়। সর্ব্ব রাজ্য অধিকারী বলে ছলে দড় ॥ ৮ ॥ কংস হাতে জরাসন্ধ কন্যা দিল দুই। মথুরা আসিয়া কংস হইলা বিজয়ী ॥ ৯ ॥ দেবক কংসের খুড়া কংস কাছে গিয়া। দেবকী বিবাহ কাল দিল জানাইয়া ॥ ১০ ॥ অনুমতি দিল কংস বিবাহ করাতে। বসুদেব যোগ্য বর জানি ভাল মতে ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণ ডাকিয়া লগ্ন করি ভাল স্থির। শূরসেন ঘরে টীকা পাঠাইল ধীর ॥ ১২ ॥ বসুদেব বিভা লাগী তুষ্ট শূরসেন। বর সজ্জা অতি তুলে করিল তখন ॥ ১৩ ॥ বহু রাজা বহু প্রজা বর যাত্রী চলে। মথুরা নগর মধ্যে আসি কুতূহলে ॥ ১৪ ॥ কংস নিজ দল লৈয়া আনে আগে জায়া। করিল ভগিনী দান বন্ধু গণ লৈয়া ॥ ১৫ ॥ দাস দাসী ঘোড়া জোড়া রতন ভূষণ। অসংখ্য বরেরে দিল নাহিক গণন ॥ ১৬ ॥ বিবাহ পূরণ করি বর কন্যা সঙ্গে। পৌছাইতে সুগমন নানা বিধ রঙ্গে ॥ ১৭ ॥

এককালে আকাশ বাণী হইল গগণে। অষ্টম গর্ব্ভেতে পুত্র হইবে যখনে॥ ১৮॥ তোমারে বধিব কংস দড় জান মনে। কংস শুণি ক্রোধ করি কেশ ধরি টানে॥ ১৯॥ দেবকীকে কাটিবারে করে খড়্গ হানে॥ সুর নর দেবগণ ভাবিত সঘনে॥ ২০॥ বসুদেব স্তুতি করি বিনয় বচনে। নারি বধ নহে ধর্ম্ম শুণহ রাজনে॥ ২১॥ জগত উপায় কর্ত্তা সৎ বুদ্ধি দিল। করার লইয়া কংস দোঁহেরে ছাড়িল॥ যত পুত্র হবে দিব কংসেরে কহিল বর কন্যা প্রাণে বাঁচি গৃহেতে আইল॥ ২৩॥ সুখে দুঃখে শুভ কর্ম্ম হৈল সমর্পণ। কৃষ্ণের করুণা লাগি সঙ্কটে বাঁচন॥ ২৪॥ ❁॥

গর্ব্ভ স্তুতি॥ করুণা রাগ॥ মহা প্রভু বিশ্ববিভু পরম পরাৎ পর। যেই মানে সেই জানে তারে হও সুগোচর॥ ১॥ মস্কিলেতে ত্রাণ সদা দিনে দয়া অসুমার। বারে বারে তব দয়া তবু ভুলি পুনর্ব্বার॥ ২॥ ক্ষম অপরাধ নাথ তোমা বিনা নাহি আর। নিজ কর্ম্ম দোষে মোরা সদা করি দুরাচার॥ ৩॥ নাকরিয়া তব সেবা করি আন ব্যবহার। তত্রাপি করুণা গুণে দয়া কর বার বার॥ ৪॥ ধন্য ধন্য মহা প্রভু শ্রেষ্ঠ করুণা তোমার। কিদিয়া নিছনি দিব নাহি জানি রীতি তার॥ ৫॥ তুলিতে কৃপার কণা নাহি পাই পারাবার। তোমার কৃপার পায় কোটি কোটি নমস্কার॥ ৬॥ পতিত তারণ জন্য ত্রিভুবনে সুসঞ্চার। অল্প সুখ বহু সুখ নিত্য সুখের বিস্তার॥ ৭॥ তব কৃপা বিনা জীব নাহি পায় লেশ তার। মন প্রাণ দেহ মৈত্র আর আর পরি বার॥ ৮॥ কৃপা বারি পান লাগী চাতকের বিত্তসার। এই বুদ্ধি দেহ নাথ হৃদয়েতে সভা কার॥ ৯॥ বিশাল করাল পাপ হৈল অতি অনিবার। রক্ষ রক্ষ মহা প্রভু এই দায়েতে এবার॥ ১০॥ গর্ব্ভ স্তুতি করি দেব করে বহু নমস্কার। বসুদেব দৈবকীকে আনন্দেতে বারবার॥ ১১॥ কহিল বিশেষ কথা গর্ব্ভে পূর্ণ অবতার। অমর বিদায় হইল সুখে চলে নিজ ঘর॥ ১২॥ ❁॥

কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্ব দিবসের গান॥ ❁॥ তাল পোস্ত যথা রাগ॥ ❁॥ যার ঘরে যাই শুণিতে পাই করিছে কানা কানি॥ ধুয়া॥ মথুরাতে গোকুলেতে এই

কথা শুনি । পরজাতা । দৈবকীর পূর্ণ্ণ গর্ভ অদ্য রাত্রি জানি । পূর্ণ্ণব্রহ্ম পুত্র হবে এই অনুমানি ॥ ১ ॥ গোকুলেতে রাধা লয়্যাচলিল গোপিনী । বৃদ্ধ কালে পুত্র হবে আজি নন্দরাণী ॥ খড়ি পাতি জ্যোতিষ বলে অতি শুভ বাণী । দুই কুলেতে জন্ম লবে একই নীলমণি ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ গর্ভ স্তুতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥

জন্ম লীলা বিহাগ রাগ তাল আড়া তেতালা ॥ ভাদ্র কৃষ্ণ অষ্টমীতে শুভবুধ রাত্রে । জয়ন্তী সুন্দর যোগ রোহিণী নক্ষত্রে ॥ ১ ॥ অর্দ্ধরাত্র কালে হরি জনম লইল । চতুর্ভুজ শ্যাম তনু দরশন দিল ॥ ২ ॥ নর লীলা করি-বারে দ্বিভুজ হইয়া । গোকুলেতে লৈয়া যাইতে দিলেন কহিয়া ॥ ৩ ॥ কৃপা গুণে দোঁহা কার নিগড় খসিল । প্রহরি সকল অতি নিদ্রায় পড়িল ॥ ৪ ॥ ভয়ানক নিশি দেখি কূলে-দাড়াইয়া । বসুদেব কৃষ্ণ কৃষ্ণ শরণ করিয়া ॥ ৫ ॥ যমুনাতে পদ রাখে কৃষ্ণ কোলে করি । অঙ্গুলি জলেতে দিল তখন মুরারি ॥ ৬ ॥ যমুনা পাইয়া পতি করে দণ্ডবত । অনায়াসে বসুদেব পাইলেক পথ ॥ নন্দঘরে যশোদার কোলেতে রাখিয়া । লইয়া তাহার কন্যা নিদ্রিতা দেখিয়া ॥ ৮ ॥ বসুদেব বালিকারে আনি নিজ ঘরে । পুনরপি কড়ি বেড়ি পরে পায় করে ॥ ৯ ॥ জাগিল কংসের দূত দেখিয়া কন্যারে । সংবাদ জানায় কংসে ধাইয়া সত্বরে ॥ ১০ ॥ বালিকা আনিয়া কংস আছাড়ে পাথরে । আকাশে প্রকাশী দেবী কহে উচ্চস্বরে ॥ ১১ ॥ তব ধ্বংসী যদুবংশী গোকুল নগরে । প্রকাশ হইল পূর্ণ্ণ তোরে মারিবারে ॥ ১২ ॥ অষ্টম গর্ব্ভের শেষ দেখি কংসরায় । খালাষ করিল দোঁহে জানি সত্য ন্যায় ॥ ১৩ ॥ ভগিনী বনই প্রতি বিনয় করিল । অপরাধ ক্ষমা কর যে দোষ হইল ॥ ১৪ ॥ ক্রোধ করি কংস রাজ আজ্ঞা দিল দূতে । হরি ভক্তে মার সবে পার যেইমতে ॥ ১৫ ॥ ❁ ॥

রাগ ঝিজিট টিপ্পা । সকল ব্যথা দুরে পলাইল । ধুয়া ॥ ❁ ॥ দুঃখের ভঞ্জন হরি জগতে আইল ॥ পরজাতা ॥ ❁ ॥ হৃদি সরোবরে । শ্যাম ইন্দীবরে । বিকাসিত হইয়া ভাসিল ॥ ১ ॥ যশোদার কোলে । শিশু রূপ ছলে । গোকুলেতে বিলাস করিল ॥ ২ ॥ ❁ ॥ শ্রীভাগবতের পাচ অধ্যায়মতে এই জন্ম লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শ্রীকৃষ্ণকে

লইয়া পার হওনের গীত । রাগ রামকেলি । তাল আড়াতেতালা ॥ ● ॥ অন্ত রীক্ষে দেখে দেবগণ। প্রেমে পুলকিত তনু ঝুরিছে নয়ন। ধুয়া॥ ● ॥ বসুদেব কোলে হরি। অন্ধকার বিভাবরী । চরণে দিতেছে ছটা জিনিয়া তপন ॥ ১॥ জগত ঝলক যার । সেই শিশু অবতার। কিরঞ্চিব গুণ তার একই বদন ॥২॥ ● ॥ নন্দ ঘরে জন্মউৎসব ॥ ললিত রাগিণী ॥ আড়াতেতালা ॥ ● ॥ আজি শুভ দিনে শ্রীনন্দ ভবনে । অপার আনন্দ প্রসন্ন বদনে ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ দশদিগ নরনারী। আসিতেছে সারিসারি। দেখিবারে জনম বাধাই ॥ দধি ভার শত শত। মিষ্টান্ন অমৃত যত। সঙ্গে লইয়া আইল সবাই ॥ ১॥ হাজার হাজার চৌবে। ধায়্যাছে ধনের লোভে। মুখে বলে জয়রে কানাই । অমর হইয়া থাক। ব্রজ ভূমি সুখে রাখ। চাঁদ মুখ দেখিয়া জুড়াই ॥ ২ ॥ ধন্য মান্য নন্দরাণী। যার কোলে নীলমণি। কত কব যশোদা বড়াই ॥ নারিকেল দিয়া হাতে। আশীর্ব্বাদ দিল মাথে। কোলে লৈল মুখে চুম্ব খাই ॥ ৩ ॥ আশা পূরি দিল ধন। খাওয়াইল দ্বিজ গণ। পূজা করি করিল বিদাই ॥ নাচ গানে সবে মত্ত। চলিতে নাপায় বর্ত্ম। তুরি ভেরী বাজিছে সানাই॥ ৪ ॥ নন্দ সহ গোপ নাচে। ফিরি ঘুরি কৃষ্ণ কাছে। ঢালে দধি হরিদ্রা মিসাই॥ কেশর কর্পূর বাটি। গোলাপে পূরিয়া ঘটি। জনে জনে দিতেছে মাথাই ॥ ৫ ॥ আতর ফুলের তৈল। আঙ্গিনা কর্দ্দম কৈল। অরগজা চন্দনে মিশাই ॥ বাহিরে আনন্দ রঙ্গ। তালের নাহিক ভঙ্গ। গাইতেছে মঙ্গল বাধাই ॥ ৬ ॥ পুরী মধ্যে ষোল দ্বারে। স্ফটিক থাম্বায়ে ঘেরে। তার মাঝে লালেতে জড়াই ॥ ষোল পলে মুক্তা জাল। নটকন পীত লাল। বহু ভানু জিনি ঝলকাই ॥ ৭ ॥ হীরায়ে খচিত সাজা। মুড়রি উপরে ধ্বজা। কলশের শোভা সীমানাই॥ পান্নার উভট দিয়া। ছাতদিল মোড়াইয়া। নানা রত্নে বেল বুটা ছাই ॥ ৮ ॥ প্রবাল ফিরোজা আদি। ষোল দ্বারে ষোল নিধি। মেহেরাবে করে রোশনাই ॥ রত্ন জড়া হাশিয়াতে। দীপ্ত করে ভবনেতে । দিবাকর রহে লাজ পাই ॥ ৯ ॥ লাজভর্দ্দে বেদি মোড়া। হিরার কমলে জড়া। দাল গুল লালেতে বানাই ॥ ষোল পলে সিঁড়ি ষোল। স্বর্ণ রত্নে করে আল। কণকের কাঠেরা ঘেরাই ॥ ১০ ॥ মধ্যে তার

সিং[illegible]ন। চিন্তামণি জড়াজান। আর বস্ত্র নাম জানিনাই ॥ মছনদ তাকিয়াতে। কত মণি জড়া তাতে। ত্রিভুবনে উপমা নাপাই ॥ ১১ ॥ বহু নীল কান্তজিনি। নীল পদ্ম বহু ছানি। নব মেঘ যতনে বাটাই ॥ তত্রাপি সমান নহে। এত কান্তি কৃষ্ণ দেহে। মরি মরি লইয়া বালাই ॥ ১২ ॥ পীতাম্বর পরিধান। কিনারা অরুণ জান। চপলায়ে রহিল মিসাই ॥ কত রঙ্গ ধড়া তায়। শোভা জিনি শোভা পায়। চন্দ্র হার নিশিপ ভুলাই ॥ ১৩ ॥ বাবরি কেশের পরে। পীত তাজ মনো হরে। মতি বেল তাহাতে মিলাই ॥ নাসায়ে বেসর দোলে। চাঁদ যেন রাহু কোলে। হেন শোভা দেখ মোর ভাই ॥ ১৪ ॥ তিলক অলকা হেরি। স্থির সব নর নারী। কুণ্ডলেতে জীবন জীয়াই ॥ দুর্ল্লভ মুকুতা মালে। তারা শ্রেণী যেন গলে। তিন থরে হয়্যাছে গাঁথাই ॥ ১৫ ॥ ভৃগু চিহ্ন হৃদি মাঝে। তাহাতে কৌস্তুভ সাজে। বাগ নখে পদক ঝুলাই ॥ হিরার তোড়ল করে। বিজটা বাহুর পরে। পীঠ বস্ত্র হরিতে রাঙ্গাই ॥ ১৬ ॥ চরণে মঞ্জীর বাজে। রতন ঘুঙ্গুর সাজে। মনতাহে রতনে ভূষাই ॥ অভয় নূপুর ধ্বনি। ভকত শ্রবণে শুনি। সুধ বুধ রহিল হারাই ॥ ১৭ ॥ প্রাতঃ কালে এই বেশ। বর্ব বৃদ্ধি হেরি ক্লেশ। দূরে গেল আনন্দে মচাই ॥ জনম অষ্টমী দিন। উদ্ধারিতে দীন হীন। প্রকাশিল করি চতুরাই ॥ ১৮ ॥ মিত্র সহ পরিবার। কৃষ্ণ পদ কর সার। জীবনের সার্থক ইহাই ॥ ইহা ভিন্ন যত সুখ। আখেরে সকলি দুখ। কৃষ্ণ পদ রহরে ধেয়াই ॥ ১৯ ॥ যার যেই শক্তি মত। করহ জনম ব্রত। জাগরণ বান্ধব মিলাই ॥ প্রভাতেতে মহোৎসব। নৃত্য গান কর সব। বার বার কৃষ্ণ মুখ চাই ॥ ২০ ॥ ভোজ্য বস্ত্র ধন দান। সাধু জনে সনমান। হর্ষ মনে করহে ইহাই ॥ জগত জনক জন্ম। দুর্ল্লভ ইহার মর্ম্ম। ভক্ত বিনা কেহ জানে নাই ॥ ২১ ॥ ❁ ॥

বাধাই শরফরদা রাগিনী তাল আড়া ॥ হেরিয়া তনয় মুখঃ অপার আনন্দ সুখঃ নিছো যার করি রাণী রতন বিলায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ যেদেখিল এক বারঃ জীতে না পাশরে আরঃ রোগ শোক তাপ আদি দূরেতে পলায় ॥ ১ ॥ রূপের লাবন্য খানিঃ জিনি ইন্দু নীলমণিঃ কত শশী ভানু আভা বসন ভূষায় ॥ ২ ॥ মোহন

বাধাই বাজেঃ নাচে গায় নব সাজেঃ আতর গোলাপ রঙ্গে ডুবায় সভায় ॥ ৩ ॥ করুণা নিধান মোরঃ জনম পূজন তোরঃ প্রকাশিল মহী পরে হৃদয় জুড়ায় ॥ ৪ ॥ ❀ ॥

পরজ রাগিনী তাল মধ্য মান ॥ রাণী পালনা ঝুলায় নিরখি বালক মুখ হৃদয় জুড়ায় ॥ ধুয়া ॥❀॥ পায়ের আঙ্গুঠা ধরিঃ করে লৈয়া চোষে হরিঃ ওষ্ঠা ধরে অরুণ খেলায় ॥ ১ ॥ ধ্বজ বজ্র চিহ্ন আদিঃ পদ তলে মহা নিধিঃ অষ্টাদশ সিদ্ধি দেছে তায় ॥ ২ ॥ ভৃগু চিহ্ন হৃদি পরেঃ গঙ্গা যেন জটা ধরেঃ শোভা করে নয়ন ভুষায় ॥ ৩ ॥ ❀ ॥ বাধাই টোড়ি রাগিনী ॥ ❀ ॥ ওরে আজি আইল আনন্দ বাধাই। চল চল সখি দেখিতে যাই। টিকারি নাগারিঃ বাজে তুরি ভেরীঃ কোলা হল শুণি বারে পাই ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ মণি মতি হারঃ গাঁথ্যাছি সুন্দরঃ শ্যাম গলে দিবরে পরাই ॥ অসিত অষ্টমীঃ জন্ম জানি আমিঃ রোহিণীতে জয়ন্তী মিসাই ॥ ১ ॥ দধি ভারে ভারেঃ লৈয়া সঙ্গে কর্যাঃ পরিবার সহ চলে রাই ॥ শশী ভানু ছানিঃ রত্ন জ্যোতি জিনীঃ সখি মিলি দিলেক সাজাই ॥ ২ ॥ নন্দ গৃহে পসিঃ হেরে শ্যাম শশীঃ রহে রাধা বামেতে দাঁড়াই। আনন্দ কৌতুকেঃ তুষিলা যৌতুকেঃ হেরি হেরি হৃদয় জুড়াই ॥ ৩ ॥ ❀ ॥

ভৈরবী রাগীনী এক তালা ॥ বাজিল বাধাই মৃদঙ্গ সুরঙ্গ। বীণা বেণু বাজে সেতারা মোচঙ্গ ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ কেহ নাচে গায়ঃ কেহবা বাজায়ঃ ঢাড়ি ভাটে করে বহু রঙ্গ ॥ যাচকে লইছেঃ দাতা যে দিতেছেঃ ব্রজ পুরে সুখের তরঙ্গ ॥ ১ ॥ দেখিয়া গোপালঃ দু টি পদ তলঃ ব্রজ বালা হইল তাহে ভৃঙ্গ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ দেখিঃ রতি অতি সুখীঃ বেড়ি বেড়ি নাচিছে অনঙ্গ ॥ ২ ॥ পূর্ণ কুম্ভ পুরিঃ ঘট সারি সারিঃ দ্বারে দ্বারে পল্লব সুরঙ্গ ॥ রম্ভা তরু বরেঃ পত্র বন যারেঃ বিশোভিত আঙ্গিনা সুরঙ্গ ॥ ৩ ॥ ❀ ॥ ঢাড়ির গীত পশতো তাল ॥ যশোদা তোর ঘরে হইয়াছে পুত দেখিতে আস্যাছি। আমরা ঢাড়ি দূরে বাড়ি যশ শুণে গৃহে পস্যাছি ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ নব সুবর্ণ তোড়া তাসের জোড়া আসা কর্যাছি। ঘোড়া নব হাতি নব মোরা সব মনে কর্যাছি ॥ ১ ॥ ঢাড়িন্ বলে লাল কোলে

দেখ্যা মুই সুখী হয়্যাছি । লব তোর বসন্ ভূষণ রত্ন মালা কাবু পায়্যাছি ॥ ২ ॥ গোপালের আলাই বালাই লয়্যা মরি বিদায় লব নাচি ॥ ঢাড়ি নাচে ঢাড়িন্ নাচে প্রুসবের কাচ কাচি ॥ ৩ ॥ ❁ ॥

ভাঁড়ের গীত ॥ আড়া তেতালা রাগ বেলাওর ॥ নাচাইতে ভাল নেট্যো পায়্যাছ আমারে । দেখাইতেছি নাচন নাচিয়া বারে বারে ॥ ১ ॥ চৌরাশী লাক বার যোয়াং আনি বারে বারে । তবু পরিতোষ লেশ নাহইল তোমারে ॥ ২ ॥ দশ মাস নাচাইলে জননি উদরে । পুন নাচাইলে তুমি ধরণি উপরে ॥ ৩ ॥ আয়াতে বাজায় তাল যোল উপচারে । এহেন মনের দুঃখ আর কব কারে ॥ ৪ ॥ এবার পায়্যাছি কাবু যশোদার ঘরে । চারি ফল দিতে হবে ভাঁড়েদয়া কর্যা ॥ ৫ ॥ দোস রাগীত । চলে ভাঁড় সাঁড় মত অবিরত করে টপ্পা বাজি । সুধা রসে কহে বাণীঃ প্রেমে ভাসে নন্দরাণীঃ গোপ কুল ভাঁড়ে কৈল রাজি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ জয় জয় গোপ কুলঃ ফুটিল তপের ফুলঃ কৃষ্ণ জানে খুব কার সাজি ॥ ১ ॥ রাণীর নকল করেঃ কেহ বহু রূপ ধরেঃ বাজি করে যেন করে বাজি ॥ ২ ॥ ❁ ॥

হিজিড়ার গীত । নেকটা তাল যথরাগ ॥ ❁ ॥ গোকুলে গোপাল । ভালো তোর কপাল । ভাল ক্ষণে শুয়্যা ছিলি পতি তোর রসাল ॥ প্রসবিলে লাল । বসন শাব লাল । দুই লালে লাল । যাব মোরা দেখে তোর নবীন দুলাল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ আমরা হিজিড়া জাতি । নহি সতী নাহি পতি । কেবল ইনাম গতি । যার ঘরে রসাল ॥ চিপ্টী লড়ি বাড়ি বাড়ি । শিশু হৈলে পাই শাড়ি । আর লই টাকা কড়ি । দেরে রাণী সুসাল ॥ দোসরা গীত ॥ ❁ ॥ রাগ জঙ্গলা এক তালা ॥ ❁ ॥ হেজ্যা গেল মোর দুখের জমি রাণী তোর আনন্দ তরঙ্গে ॥ উই উই বলি হারি । পেলেম মোরা সুখের তরি । হিজিড়া তাহাতে চড়ি সুখে যাবে রঙ্গে ॥ ১ ॥ ❁ ॥ ভাটের গীত ॥ জয়ভাটঃ করিঠাটঃ করেপাঠঃ বংশাবলি । জরিদারঃ জামা তারঃ বুটাদারঃ শতকলি ॥ ১ ॥ পগ্ন রাগঃ জড়া পাগঃ অগুভাগঃ নানা রঙ্গ । অগণনঃ নটকনঃ বিচক্ষণঃ বহু ঢঙ্গ ॥ ২ ॥ শির পেচেঃ বাঁধা আছেঃ তার পাছেঃ কলগা । কুতূহলেঃ কানে দোলেঃ মুক্তা জালেঃ সলগা ॥ ৩ ॥ সোরো

য়্যালঃ বস্ত্র লালঃ মকমলঃ জিনিয়া । পটুকাতেঃ কোমরেতেঃ বাঁধা তাতেঃ কসিয়া ॥ ৪ ॥ নানা মালেঃ বক্ষস্থলেঃ ঘন দোলেঃ হেলিতে । তর য়্যালঃ সহচালঃ পরতলঃ জরিতে ॥ ৫ ॥ পটুকায়ঃ খোঁসাতায়ঃ দীপ্ত যায়ঃ কাটারি । রূপ কালাঃ হাতে ভালাঃ ওড়ে সালাঃ পামরি ॥ ৬ ॥ সঙ্গে চেলাঃ লয়্যা ঝোলাঃ এক তালাঃ নাচিছে । কৃষ্ণগুণঃ পুনপুনঃ সর্ব্বক্ষণঃ গাইছে ॥ ৭ ॥ চিনিবাটঃ এইভাটঃ মালসাটঃ করিছে । নন্দযশঃ সুধারসঃ পুরিআশঃ গাইছে ॥ ৮ ॥ ইতি ভাটের রূপ বর্ণ্ণনা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ অথবংশাবলি ॥ ❁ ॥ বিরাট পুরুষ আদি । সেই বংশে গুণনিধিঃ সোম বংশ ইহার আখ্যান । ব্রহ্মা অত্রি সোম বুধঃ পুরুরবা মহাবুধঃ বুধ পুত্র হইল সৃজন ॥ ১ ॥ আইল ক্রিঁহার সুতঃ তার হয় ছয় পুতঃ জনাজাত নাম লব কত । রোম পাদাবধি শতঃ এইতপ বহুসুতঃ ভাগবতে আছে পরিমিত ॥ ২ ॥ রোম পাদ বংশ হৈতেঃ কুরুবংশ জন্ম যাতেঃ এইবংশে বৃষ্ণি উতপতি । তার পুত্র শতাজিতঃ এই কুলে সত্রাজিতঃ শ্রীপ্রসেন পুত্র শুদ্ধমতি ॥ ৩ ॥ শ্রীঅক্রুর দেওবানঃ বিলোমাকপোত রোমঃ শ্রীতমরু উহার তনয় । অন্ধক বালক যারঃ এই কুল শুণ সারঃ অন্ধকের দুন্দুভি উদয় ॥ ৪ ॥ বসুদেব ভাগ্যবানঃ সংক্ষেপেতে এআখ্যানঃ লোক আগে ভাট নিবেদিল । যার পুত্র পুর্ণ্ণ ব্রহ্মঃ কেজানে ইহার মর্ম্মঃ আমি ভাট কিছু জানাইল ॥ ৫ ॥ বার বার ভাট বলেঃ এখন যশোদা কোলেঃ লীলা জন্য উদয় হইল । বংশাবলি ভাট মুখেঃ শুনিয়া হাসিল লোকেঃ কার পুত কি কথা কহিল ॥ ৬ ॥ নাহি কহি ঘোষবংশঃ ক্ষত্রিয় কুলের অংশ কিবুঝিয়া কহেভট্ট রাজ । ধীর যত ছিল তথাঃ কহিল পুরাণ কথাঃ ভাটে কেন দিছ মিছা লাজ ॥ ৭ ॥ গুপ্তেরাখভাট বাণীঃ ভাগ্যবতী নন্দরাণীঃ এক কৃষ্ণ বহু রূপ ধারী । নন্দের নন্দন এবেঃ প্রকাশিয়া পাঁচ ভাবেঃ শেষ লীলা হইবে বিস্তারি ॥ ৮ ॥ ❁ ॥

ভাটেরগীত ॥ শ্রীগান্ধার রাগ তাল খেমটা ॥ ❁ ॥ শ্রীকর বংশের কথা রচিয়া সুচারু গাথা গায় তাল মানে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ নন্দরায় এই বংশঃ অষ্টম শ্রীকর অংশঃ জগত জুড়ায় ॥ ১ ॥ অক্ষয় যাহার সুতঃ ব্রজ মাজে উপনীতঃ এই বিশ্ব

রায় ॥ ২ ॥ নন্দ দিল ধন বাড়িঃ রাণী দিল ভূষা শাড়িঃ জয় ভাট পায় ॥ ৩ ॥ আশীর্ব্বাদ দিয়া ভাটঃ চলিল ঘরের বাটঃ হেলায়দোলায় ॥ ৪ ॥ ভাটেরগীতসাঙ্গ ॥ ষষ্ঠী পূজা ॥ ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পূজা প্রদোষ সময় । স্বস্তি বাক্য করি নন্দ সঙ্কল্প করয় ॥ ১ ॥ মাস তিথি গোত্র বলি আরম্ভ করিল । কৃষ্ণের মঙ্গল হেতু ষষ্ঠী আরাধিল ॥ ২ ॥ ক্ষেত্র পাল সূতি কাদি বাসর অমর । ভূত প্রেত পিশাচাদি রাক্ষস বিস্তর ॥ ৩ ॥ স্বস্থান বাসীর আর যোগিনী ডাখিনী । মাতৃ নানা রূপবনে বরদাহাবিণী ॥ ৪ ॥ নবগ্রহ অধ উর্দ্ধ অসুর সকল । জগত স্বস্তিক রৌদ্র বিদারি বিশাল ॥ ৫ ॥ শূচী মুখী ক্ষিতি পাল পাপিনী রাক্ষসী । হারকি করালা দংষ্ট্র কৃশাদি রূপসী ॥ ৬ ॥ যোগিনী জাত হারিণী সুন্দরী রূপিণী । ভাষিণী বাল ঘাতিনী বালক রক্ষিণী ॥ ৭ ॥ ঘোরা দিগম্বরা কালী মিত দ্বার পাল । এক দন্ত গণপতি গৌরী মহা কাল ॥ ৮ ॥ ধনুক সহিত দীপ মাষ বলি দিয়া । এসকল দেব গণে শ্রীনন্দ পূজিয়া ॥ ৯ ॥ করিল মানস ধ্যান ঘট বসাইয়া । গুরু দেবে পূজা করি মধুর কহিয়া ॥ ১০ ॥ কুর্ম্ম ধরা ধর্ম্মা ধর্ম্ম অনন্তায় নম ॥ অজ্ঞান বৈরাগ্য সূর্য্য বহ্নিরে প্রণাম ॥ ১১ ॥ ঐশ্বর্য্য নশ্বর্য্যায় চন্দ্রকে শিবা যনত । কার্ত্তিকে প্রণাম করি পুন ধ্যানে রত ॥ ১২ ॥ গৌরাঙ্গী দ্বিভুজা পট বস্ত্র পরিধানা । বাম কোলে বহ কন্যা বিচিত্র ভূষণা ॥ ১৩ ॥ পরশু ধারিণী করে অভয় বরদা । দুই হাতে বিরাজিত সদাই সুখদা ॥ ১৪ ॥ ধ্যান করি পূজা কৈল ষোল উপচারে । দেখাইল বহু মুদ্রা ষষ্ঠীর গোচরে ॥ ১৫ ॥ হেমাতা মঙ্গল কর আমার তনয় । স্তুতি নমস্কার করি করিল বিনয় ॥ ১৬ ॥ আবরণ পূজা কৈল পঞ্চ উপচারে । জয়াভদ্রা শিবা শান্তি কালী বিজয়ারে ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্র সহ লোক পাল লক্ষ্মী নারায়ণ । সারদা শ্রীদুর্গা অষ্ট ভৈরব ভীষণ ॥ ১৮ ॥ পূতনা ভৈরবী ভীমা রুদ্র একাদশ । অষ্ট বসু অষ্ট নিধি পূজিল বিশেষ ॥ ১৯ ॥ গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া । দেব সেনা স্বধাস্বাহা শান্তি পুষ্টি জয়া ॥ ২০ ॥ ধৃতি তুষ্টি কুল আত্মা মার্কণ্ড অমর । সুভদ্রা তেজসী আদি বিজয়া আরোগ্য । পূজিল শ্রীনন্দরায় যথা বিধি যোগ্য ॥ ২১ ॥ মহান মন্দর শ্রীগোপাল

বসুদেব । দৈবকী রোহিণী রাম সুভদ্রাদি দেব ॥ ২২ ॥ পূজা সাঙ্গ করি নন্দ করিল যজন । বল্লভ বল্লভ লাগি করিল পূজন ॥ ২৩ ॥ সুচারু বসনে লিখি সাধে মনস্কাম । একে একে শুণ সেই দ্বাদশ শ্রীনাম ॥ ২৪ ॥ বাসুদেব হৃষীকেশ গোবিন্দ শ্রীধর । পদ্মনাভ নারায়ণ বিষ্ণু দামোদর ॥ ২৫ ॥ মাধব মধুসূদন কেশব সুন্দর । ত্রিবিক্রম বার নাম পাপ তাপ হর ॥ ২৬ ॥ নিশি জাগরণ করে সোহর গাইয়া । গোপ গোপী নৃত্য করে আনন্দে মজিয়া ॥ ২৭ ॥ ❁ ॥ সুরট রাগ আড়া তেতালা ॥ ❁ ॥

কোলে মোর ঘুমাইল বলাই অনুজঃ খেলায়ে মাতি মলিন শ্রীমুখ সরোজঃ কোথা জায় কার সনে নাহি পই খোজঃ সদা সশঙ্কিত থাকি ভয়েতে দনুজঃ ॥ ❁ ॥ সাঙ্গ ॥ আটকড়িয়া পূজা ॥ ❁ ॥ রাগ জঙ্গলা নেকটা তাল ॥ ❁ ॥ অষ্ট দিনে নন্দ ঘরে আট কড়া পূজা । চিড়া বুট যব গোম উরদ খই ভুজা ॥ ১ ॥ মক্কা মুগ অষ্ট ভাজা ভাজাইয়া তাজা । বালকে বিলায় রাণী সহ নন্দ রাজা ॥ ২ ॥ ছড়ায় রঙ্গিন্ কড়ি মিলাইয়া লাজা । খায় লয় নাচে শিশু করে হু মজা ॥ ৩ ॥ শিশুর তামাসা দেখি গোকুলের প্রজা । কুমারে আশীষ দিয়া পূজিলেক বুজা ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ গীত । রাগ হামির । তাল আড়া তেতালা ॥ এই ব্রজ মাঝে ব্রজা দেবী গোকুল কুল পালিনী । পূজিল তোমার পদ ভাল রাখ মোর নীল মণি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ অষ্টম দিবস শিশু দিব স রজনী । আনন্দে রাখিলে মাতা জগত জননী ॥ ১ ॥ মোর লাল চির কাল পালিবে আপনি । প্রণাম করিয়া কহে নন্দ সহ রাণী ॥ ২ ॥ ❁ ॥ সাঙ্গ ॥ দশ দিনে সূর্য্য পূজা ॥ ❁ ॥ রাগ সুরট আড়া তেতালা ॥ দশ দিন পূর্ণ হবে পূর্ণ অবতার । রচিল ভানুর পূজা বিশ্বের আধার ॥ ১ ॥ সূতি কার ঘর তেজি বাহিরে বিহার । পুত্র কোলে করি রাণী সহ পরি বার ॥ ২ ॥ যমুনায় স্নান করি কৈল কুলাচার । যব তিল কুশ দূর্ব্বা শ্বেত রক্ত সার ॥ ৩ ॥ তণ্ডুল করবী লাল তাম্রের আধার । মাথায় রখিয়া অর্ঘ্য দেয় শত বার ॥ ৪ ॥ অষ্টা ধিক দিয়া রাণী করে নমস্কার । ভানুর আশীষ লয়্যা যায় বলি হার ॥ ৫ ॥ সাক্ষাতে পূজন লয়্যা কহেন ভাস্কর । বর দিতে

যোগ্য নহি আমি চাহিবর ॥ ৬ ॥ অনেক রবির নাথ তোমার কুমার। যার পদ রেণু হইতে আমি দিবাকর ॥ ৭ ॥ তব তপ ধর্ম্ম ফলে আসি তব ঘর। মানব উদ্ধার হেতু নর কলেবর ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ পদ ধুলি শিরে রাখি ভানু বর। আকাশে বসতি কৈল লোক শোভাকর ॥ ৯ ॥ গীত সারঙ্গ রাগ ॥ এক তালা। রঙ্গিনী সঙ্গিনী সঙ্গ্যা রঙ্গে চলে রাণী। নীল অমিয়াঃ পড়িছে ঢলিয়াঃ কোলেতে নীল মণি ॥ গুণ রামাঃ গুণ ধামাঃ পূজিতে তরণি। কুসুম চন্দনঃ ভূষণ বসনঃ ধুপ দীপ শোভনি ॥ চরণ নিকর তলে কতো দিন মণি নাচিনি গোপিনীঃ পূজে দিন মণিঃ এযশ গায় গুণী ॥ ❁ ॥ স্তন পান লীলা ॥ মানব শরীরে কৃষ্ণ যশোদার কোলে। প্রথমে করেণ লীলা দুগ্ধ পান ছলে ॥ ১ ॥ উয়াঁ উয়াঁ মৃদু শব্দ ধরনির তলে। শুণি ধাই দুগ্ধ পান করাইতে বলে ॥ ২ ॥ যশোদার স্তনে দুগ্ধ পুর্ব্বে করি দান। আপনি আসিয়া এবে করিছেন পান ॥ ৩ ॥ উজ্বল কণক জিনি রূপ যশোদার। কমনীয় শ্বেত বস্ত্রে রাখিয়া কুমার ॥ ৪ ॥ শ্যাম চিন্তামণি কান্তিনীল কান্তি জিনি। যশোদার কোলে দোলে দুই কর ছানি ॥ ৫ ॥ মায়ার মায়ের কোলে শিশু রূপে বাস। দুগ্ধ পানে কত খেলা কতবা উল্লাস ॥ ৬ ॥ সমুদ্র মথিয়া সুধা অমরে বিলায়। হেন সুধা যেই জন কভু নাহি খায় ॥ ৭ ॥ সেজন স্তনের দুগ্ধ কেন করে পান। অমরে অসাধ্য মানে করিতে সন্ধান ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ ছায়া সব অঙ্গেতে পসিল। রাণী অঙ্গে কৃষ্ণ ময় তখনি হইল ॥ ৯ ॥ সুরাসুরে এত ভাগ্য কভুনা ঘটীল। নাজানি কেমন তপ যশোদা করিল ॥ ১০ ॥ হেম তরু বরে শ্যাম পাতায় শোভিল। ততো ধিক শোভা অদ্য নয়ন হেরিল ॥ ১১ ॥ পোখ রাজ রত্নাচলে নিলমে জড়িল। তাহা জিনি শোভা কোলে অদ্য প্রকাশিল ॥ ১২ ॥ কণক আকাশে নীল চাঁদের উদয়। ততো ধিক রাণী কোলে জিনিলো শোভায় ॥ ১৩ ॥ আল বাল করি কৃষ্ণ দুগ্ধ করে পান। নবীন শিশুর লীলা জগতে বাখান ॥ ১৪ ॥ এই রূপে দুগ্ধ পান করে নিতি নিতি। ক্ষণে ক্ষণে নব লীলা করে যদুপতি ॥ ১৫ ॥ বাৎসল্য ভাবের সার এই রূপ ধ্যান। বলিহারি যাই আমি বন্দিয়া চরণ ॥ ১৬

॥ ❁ ॥ ইতি স্তন পান লীলা ॥ ❁ ॥

গীত যথ রাগ আড়াতেতালা ॥ ❁ ॥ গোকুলের গোপাঙ্গনা আনন্দে মজিল। ধুয়া ॥ অন্ধের নগরে যেন লোচন পাইল। নিশি দিসি শ্যামশশী কোলে কোলে উদয় হইল। পসি পসি সুধা রাশি বৃজ বাসী হৃদি জুড়াইল ॥ ১ ॥ শিশু ধীর স্তনক্ষীর পানকরি বৃজে দেখাইল। দেখি দেখি আঁখি সুখি প্রাণ মন রূপে মিলাইল ॥ ২ ॥ ❁ ॥ দোসরা দিনের স্তন পান লীলা ॥ ❁ ॥ রাগ টোড়ি তাল মধ্যমান। যশোদা কণক লতা শ্যাম তাহেফল। ভুষণ বসন পত্র উজ্জল উজ্জল ॥ ১ ॥ কমনীয় করে মাঁই ধরিয়া দুলান। তপস্যার ঋণ শোধ করে বৃজ লাল ॥ ২ ॥ ত্রিলোক যাহার শিশু সেই শিশু হই। আহিরিণী কোলে বসি চোষে দুই মাঁই ॥ ৩ ॥ সেই লীলা দেখ এই নব বৃন্দাবনে। সুধারস হরি কথা গাও সর্ব্ব জনে ॥ ৪ ॥ জৃম্ভণ লীলা ॥ ❁ ॥ বাম কোলে লৈয়া রাণী আঙ্গিনায় ফিরে। জৃম্ভণ উঠায় হরি অতি ধীরে ধীরে ॥ ১ ॥ শিশুর অলস দেখি দক্ষিণ পানিতে। যশোদা বুলায় হাত কৃষ্ণের মাথাতে ॥ ২ ॥ ঘুমাও প্রাণ ধন অলস হৈয়াছে। কৃষ্ণ করে শিশু মায়া জননীর কাছে ॥ ৩ ॥ ওষ্ঠাধর করেধরি দেখিল যশোদা। বদন ভিতরে দেখে প্রথমে সারদা ॥ ৪ ॥ ক্রমে ক্রমে দেখে রাণী মুখে বিশ্বময়। নিশ্চয় বুঝিল এই বিশ্বকর্ত্তা হয় ॥ ৫ ॥ ডাকি নন্দ রোহিণীকে কৌতুক দেখায়। মোহন মায়াতে ভুলি ভুলায় পুনরায় ॥ ৬ ॥ ভয়পায়্যা বৃন্দাদেবী চরণে শরণ। রক্ষ রক্ষ বিশ্বমাতা আমার মোহন ॥ ৭ ॥ বৃন্দা পদ শিশু লই পূজিল রঙ্গেতে। গোবিন্দ কৌতুক লীলা কেপারে বুঝিতে ॥ ৮ ॥ ❁ ॥

পূতনাবধ ॥ বার দিবস বয়স ॥ প্রভাতে উঠিয়া কংস সভাতে বসিয়া। ডাকিয়া আত্মীয় লোক কহে বিশেষিয়া ॥ ১ ॥ প্রধান রাক্ষস কহে শুণ মহারাজ। সাধু বিপ্র নাশ কর আর ধর্ম্ম কাজ ॥ ২ ॥ ইহাতে প্রঘট হবে ধর্ম্ম রক্ষাকারী। সবে মেলি তবে তারে মারিবারে পারি ॥ ৩ ॥ কংস কহে বড় ভাল এই যুক্তি সার। ত্বরা করি কর তোরা ইহার বিচার ॥ ৪ ॥ আর আজ্ঞা করি শুণ ভাই

তেজ বন্ত। মাস এক জন্মিয়াছে আনহ যাবন্ত ॥ ৫ ॥ শিশু মাত্র নষ্ট হৈলে নাহি কোন ভয়। দেশে দেশে গেল দৈত্য ইহারি আশয় ॥ ৬ ॥ পূতনা কহিছে রাজা যদি আজ্ঞাকর। মারি কিম্বা জিতা আনি যত শিশু বর ॥ ৭ ॥ ছল বল বহু রূপ পূতনা সুবিজ্ঞা। ত্বরিত ব্রজেতে যাইতে নৃপ দিল আজ্ঞা ॥ ৮ ॥ পরম সুন্দর রূপ সাজিয়া পূতনা। গোকুলেতে কৃষ্ণ বধ করিল মন্ত্রণা ॥ ৯ ॥ এই দিন মথুরাতে নন্দ আসিছিল। বসুদেব সঙ্গে বহু প্রসঙ্গ হইল ॥ ১০ ॥ রাম কৃষ্ণ পালি বারে অনেক কহিয়া। দৈত্য ভয় লাগী শীঘ্র দিল পাঠাইয়া ॥ ১১ ॥ স্তনে বিষ লাগাইয়া পূতনা রাক্ষসী। কৃষ্ণকে করাবে পান ছল রূপে বসি ॥ ১২ ॥ যশোদা রাক্ষসী মায়া বুঝিতে নাপারে। গৃহ কার্য্য করিবারে গেল স্থানান্তরে ॥ ১৩ ॥ এখানে পূতনা কোলে করিয়া কানাই। বিষ স্তন কৃষ্ণ মুখে দিলেক চোবাই ॥ ১৪ ॥ এক টানে প্রাণে মারে জগত ঈশ্বর। স্পর্শ গুণে মুক্তি তার হইল সত্বর ॥ ১৫ ॥ যোজনের সীমা ভরি পড়িল রাক্ষসী। দেখিয়া আশ্চর্য্য মানে ব্রজের নিবাসী ॥ ১৬ ॥ পালনায় নাহি দেখি যশোদা তনয়। স্থানে স্থানে তত্ব করে করি হায় হায় ॥ ১৭ ॥ হেন কালে নন্দ আসি দুঃখেতে পড়িল। পূতনার বক্ষস্থলে শ্রীকৃষ্ণ পাইল ॥ ১৮ ॥ প্রাণ পাই ধন দান অনেক করিয়া। ব্রজবাসি পদ ধুলি মাথে দিল লৈয়া ॥ ১৯ ॥ পালনায় কৃষ্ণ রাখি নৃত্য গীত গাই। রাণী কহে মরি বাছা লইয়া বালাই ॥ ২০ ॥ নানা বেশে দেব গণ করিছে পূজন। ধন্য ধন্য ব্রজবাসী নন্দের নন্দন ॥ ২১ ॥ পূতনার বধ দেখি ঘোষণা উঠিল। দুষ্টের দমন কারী ব্রজেতে আইল ॥ ২২ ॥ পূতনার নাশ শুণি জানিল নিশ্চয়। আমার বধের কর্ত্তা গোকুলে উদয় ॥ ২৩ ॥ ঐরি ভাবে ভজে কৃষ্ণ কংস দিবা নিশি। অসুর লইয়া যুক্তি করে ঘরে বসি ॥ ২৪ ॥ যেই রূপে দুষ্ট নাশ কৈল ব্রজপুরে। সেই রূপে ভক্ত ঐরি নাশহ সত্বরে ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ অন্বেষণে বিলাপ ॥ রাগ ভৈরবী তাল আড়া তেতালা ॥ ❀ ॥ কোথারে লইয়া গেল আমার তনয়। হায় হায় হায় হায়। নুতন রূপসী আসিঃ আমার গৃহেতে বসিঃ স্নেহ ছলে কোলে করিলয় ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ নিজ ঘর পর ঘর রাণী তত্ব লয়।

কোথা নাহি পাই শিশু রোদন করয় ॥ ১ ॥ নাপাই উদ্দেশ সবে হইল বিস্ময় । গোপাল গোপাল বলি ডাকেআয় আয় ॥ ২ ॥ হেন কালে গোপী আসি করিল নির্ভয় । কানাই করিছে খেলা রাক্ষসী হৃদয় ॥ ৩ ॥ নীল গিরি পরে শ্যাম শশীর উদয় । গোপিনী পাইয়া সুধা পরাণে বাঁচয় ॥ ৪ ॥ ● ॥ দেশ রাগ তাল আড়াতেতালা ॥ টপ্পা ॥ জয় জয় কোলাহল গোকুল নগরে । পাইয়া হারাণ ধন ধন করে বিতরণ রাম যেন আইল ঘরে জিনীয়া সমরে ॥ ১ ॥ ● ॥ টোড়ি রাগ আড়াতেতালা ॥ করে রাণী মঙ্গল আচারঃ আজি বিধি বাঁচাইল তনয় আমার । করাল রাক্ষসী আসিঃ সুন্দর বেশেতে পসিঃ কোলে করি করে দুরাচার ॥ ১ ॥ বাসুদেব কুল রাজঃ রাখিল ধরম লাজঃ দৈবী গুণে বধ পূতনার ॥ ২ ॥ পুত্রে অভিষেক করিঃ ধন দান আশা পুরিঃ তুষিলেন দ্বিজ সভাকার ॥ ৩ ॥ ● ॥ সুরঠ রাগিনী আড়াতেতালা ॥ ● ॥ কাকাসুর বধ ॥ ● ॥ কাকাসুরে ডাকি কংস দিল পাঠাইয়া । উড়ি যাই বসিলেক নন্দ ঘরে গিয়া ॥ ১ ॥ পাল্লার উপরে হরি হেরি কাকা দৈত্য । চঞ্চু দিয়া ধরিবারে হইল অতি মত্ত ॥ ২ ॥ কমল করেতে ধরি হরি ঘুমাইয়া । ফেলিল কংসের কাছে জীবন রাখিয়া ॥ ৩ ॥ কাকা কহে শিশু হই হেতা ফেলি দিল । বুঝিলাম তব কাল গোকুলে জন্মিল ॥ ৪ ॥ দুষ্টের কুরীতি বুদ্ধি মরিবার তরে । শরণ নালয় কংস জানি শিশুবরে ॥ ৫ ॥ তৃণাবর্ত্তে গোকুলেতে দিল পাঠাইয়া । প্রভু সঙ্গে বৈরি ভাব ছাড়িতে নারিয়া ॥ ৬ ॥ গীত ॥ ॥ নট্টরাগ একতালা ॥ ঝুনু নুনু নুনু ঝুন্তু ক ধ্বনি চরণ সরোজ তুলিতে । তাহে গুজরি সাজে নূপুর বাজে ঘুনু নুনু নুনু ভক্ত মন মোহিতে ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ যশোদা নন্দ যশোদা নন্দ বল্লভ আনি মহীতে । দিবস রজনি হেরি নীলমণি জুড়ায় নয়ন কোণেতে ॥ ১ ॥ কাকা মোচড়িয়া দূরেতে ফেলিয়া আপনি লাগিল নাচিতে । মানব স্বভাব তাহে পাঁচ ভাব ব্রজ কুলে দিল পিরীতে ॥ ২ ॥ ● ॥

পূতনাও কাকাসুর দমনের পর শ্রীকৃষ্ণকে সিংহাসনে রাখিয়া গাই বাছুর দেখাইতে ছেন ॥ ● ॥ রাগ মল্লার আড়াতেতালা ॥ ● ॥ নন্দ কহে যশোদারে

গুণ প্রিয়সিনী। শুনিয়াছি দ্বিজ মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১ ॥ মোর ঘরে জন্মলবে
গোলোকের পতি। অসুর নাশন করি দিবে মুক্তি গতি ॥ ২ ॥ গোব্রাহ্মণ করি
রক্ষা প্রেমে পাঁচ ভাবে। বাস করি বৃন্দাবনে ব্রজে বিলাইবে ॥ ৩ ॥ সংপ্রতি সেসব
কথা বুঝ অনুমানি। বার দিনে পূতনা বধ কৈল শিশুমণি ॥ ৪ ॥ চদ্য দিনে কাকা
সুরে করিল দমন। অতএব মনে লয় এই নারায়ণ ॥ ৫ ॥ রাণী কহে ভাল কথা
আপনি কহিলে। বিশ্বাস করিব তবে পরীক্ষা লইলে ॥ ৬ ॥ দ্বিজ গাবী প্রতি যদি
দেখি অনুকুল। নিশ্চয় জানিব এই শিশু বিশ্ব মূল ॥ ৭ ॥ গাবী বৎস ঘরে যত
মন্দিরে সাজায়। মোহন মন্দিরে মাঝে ঘেরিয়া দাঁড়ায় ॥ ৮ ॥ মধ্য খানে রত্ন বেদী
কনকে জড়িত। তার পর সিংহাসন মানিক খচিত ॥ ৯ ॥ শিশু কোলে করিরাণী
বসিয়া তথায়। একে একে গাবী বৎস কৃষ্ণকে দেখায় ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ মুখ ছবি হেরি
ত ধেনু গণ। মুখ পুচ্ছ তুলি সবেকরে দরশন ॥ ১১ ॥ সকল ধেনুর চক্ষু কৃষ্ণেতে
অর্পন। কৃষ্ণ অঙ্গে রাণী দেখে আশ্চর্য্য রচন ॥ ১২ ॥ সর্ব্বাঙ্গে গোরূপ রাণীকরে
নিরীক্ষণ। নন্দ আদি প্রিয় গণে দেখায় সঘন ॥ ১৩ ॥ কর পদ তুলি কৃষ্ণ
ডাকে গাবী গণে। ইসারা বুঝিয়া গাবী ধায় কৃষ্ণ পানে ॥ ১৪ ॥ আল বাল কত
খেলা করে প্রতি ক্ষণে। হেরি হেরি ব্রজবাসী জুড়ায় নয়নে ॥ ১৫ ॥ রাণীসহ
নন্দরায় নিশ্চয় জানিল। অদ্য মম তপ তরু সুফল ফলিল ॥ ১৬ ॥ পূর্ব্ব ব্রহ্ম
সনাতন এশিশু আমার। গুপ্ত ভাবে রাখ মনে জানি রাণী সার ॥ ১৭ ॥ গাবী
সহ এই লীলা অদ্য করে সাঙ্গ। নিতি নিতি নব লীলা আনন্দ তরঙ্গ ॥ ১৮ ॥
গীত দক্ষিণী টপ্পা তাল খেমটা ॥ ❁ ॥
ধেনু লীলা দেখি দেখি ব্রজবাসি। গৃহ কায ভুলি গেল নন্দ ঘরে পশি ॥
ধুয়া ॥ ❁ ॥ কিবা অঙ্গে কিবা স্তম্ভে ছটা রাশি রাশি। কত শশী কত ভানু
প্রকাশিল আসি ॥ ১ ॥ শিশু রূপ প্রতি বিম্ব শোভা অবিনাশী। দাস অনু
দাস কহে দেখ্যে ভালবাসি ॥ ২ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ শকট ভঞ্জন। মুল তান রাগ
আড়াতেতালা ॥ ❁ ॥ কংস কহে নিজদূতে একি হৈলদায়। অদ্যাবধি মোর
কাল মারা নাহি যায় ॥ ১ ॥ পূতনা হইলবধ কাকাকে ঘুরায়। প্রাণে বাঁচি কাকা

আসি পড়িল হেতায় ॥ ২ ॥ মোর বন্ধু বীর কেহ থাক যমপুরে। শকট হইয়া খাড়া কহে অহংকারে ॥ ৩ ॥ মারিয়া আসিব শিশু গোকুল নগরে। ধরিয়া পবন রূপ আসি নন্দ ঘরে ॥ ৪ ॥ শকট গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া। মারিতে উদ্যত হৈল কৃষ্ণকে দেখিয়া ॥ ৫ ॥ পালনা টাঙান ছিল শকট ভিতরে। অসুর দেখিয়া হরি বধিল সত্বরে ॥ ৬ ॥ এক লাথি মারি তাকে করিল নিধন কেহ নাহি জানে ইহা বিশেষ কারণ ॥ ৭ ॥ ঘোরতর শব্দ শুনি গোকুল ব্যাকুল। নন্দসহ যশোমতী দেখিয়া আকুল ॥ ৮ ॥ বাসুদেবে স্তুতিকরি কৃষ্ণ কোলে লৈল। বিধাতা করুণা করি শিশু বাঁচাইল ॥ ৯ ॥ পালনায় রাখি পুন সুখে শোয়াইল। ধীরে ধীরে তাল সুরে গাইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ ফণি মণি মস্তকেতে যেমন ছাপায়। বসন ঢাকিয়া দিল কৃষ্ণ অঙ্গে মায় ॥ ১১ ॥ দধির মন্থনে রাণী করিল গমন। শিশুর নিকটে নন্দ বসিল তখন ॥ ১২ ॥ কমনীয় শিশু মোর শুণ নন্দরাণী। যত্ন করি সেবাকর রাখ মোর বাণী ॥ ১৩ ॥ শকট সংকটে বাঁচি মিষ্টান্ন খিলায়। আনন্দে ব্রজের বাসী নাচে গায় খায় ॥ ১৪ ॥ রাগ মাল কোষ আড়া তেতালা ॥ ● ॥ গীত ॥ বিকট শকট ভঞ্জনেঃ মায়েরে ভুলায়ঃ কারে নাজানায়ঃ । ধুতিম্ তম্ তানানা তোম্ তানানানাঃ সব শিশু গায়ঃ। নাদের দ্রেদানিঃ তোম্ দের দানিঃ তাদের দানি তাক ধেলাঙ্গে নাচায়ঃ। রূপের ঝলকেঃ তিমির তড়কেঃ কুসুম বরষেঃ রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি দেবতায়ঃ ॥ ● ॥ একুশে পূজা ॥ ● ॥ রাগ মুলতানী তাল আড়াতেতালা ॥ একইশ দিন পূর্ন্ন হইল যখন। বটতলে ষষ্ঠী পূজা করিল তখন ॥ ১ ॥ পড়শী সধবা আনি দিলেক বসন। তৈল নিশি স্বর্ণ পাত্রে বিবিধ ভূষণ ॥ ২ ॥ ললাটে সিন্দূর দিল মালা দিল গলে। বিনয় করিয়া রাণী কহে কুতুহলে ॥ ৩ ॥ নীলমণি লৈয়া চলে দেবীর নিকটে। কলা খই চুপড়িতে আর পূর্ন্ন ঘটে ॥ ৪ ॥ একুশ প্রমান লৈল পুষ্প দূর্ব্বা সঙ্গে। চলিতে পাজেব বাজে শোভা বহু রঙ্গে ॥ ৫ ॥ পুরোহিত পুথি লৈয়া বসি বট তলে। স্থাপন করিয়া ঘট পূজয়ে সকলে ॥ ৬ ॥ সাত ফেরি রাঙ্গা ডুরি ঘেরি তরুবরে। বসন ভূষণ দিল দ্বিজ বর তরে ॥ ৭ ॥ যশোদা বসিল আগে কৃষ্ণ কোলে করি।

দেব সহ পুষ্প বৃষ্টি করে ত্রিপুরারি ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ রূপ নীল কান্ত অনুপম ছটা। আকাশ প্রকাশ হৈল পলাইল ঘটা ॥ ৯ ॥ স্বর্গ মর্ত্তে নীল কান্তি প্রকাশ শীতল। দেখিয়া মোহিত গোপী যশোদা দুলাল ॥ ১০ ॥ নির্ব্বিঘ্নে কুশলে রাখ এই বর মাগি। পূজা ব্যবহারে সবে হৈল অনুরাগী ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ জন্মাবধি দান পায়দীন হীনে। ভিক্ষুক নাহিক ব্রজে বটের পূজনে ॥ ১২ ॥ ধনে জনে কমি নাই তবু আশা ভারি। দক্ষিণা লাগিয়া দ্বিজ তথাচ ভিক্ষারি ॥ ১৩ ॥ সশস্য ধরণি দান রাম করি ছিল। তথাচ দ্বিজের আশা কভুনা পুরিল ॥ ১৪ ॥ জ্ঞান ভক্তি দুই রত্ন ছিল নন্দ ঘরে। দ্বিজের সন্তোষ হেতু দিল দ্বিজ বরে ॥ ১৫ ॥ বাদ্য ভাণ্ড নাচ গান করিয়া সকলে। কোলে করি নীলমণি সবে ঘরে চলে ॥ ১৬ ॥ অদ্যাবধি বট বৃক্ষ সুমান্য সংসারে। কৃষ্ণ পদ ধূলি পায়্যা ছায়া দিছে নরে ॥ ১৭ ॥ গৃহ মধ্যে সিংহাসনে রাখিয়া তনয়। সন্ধ্যার আরতি কৈল অতি সুখচয় ॥ ১৮ ॥ ● ॥ গীত রাগ পুরবী তাল খেমটা ॥ ● ॥ ব্রজ বালক মেলিঃ হাতে দিয়া করতালিঃ তালে তালে নাচে গায় ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কার হাতে ফুল ছড়িঃ কার করে রাঙ্গা বাড়িঃ আগে পাছে শত শত যায় ॥ ১ ॥ কেহ বা বাজায় গালঃ কার গলে বনমালঃ কেহ বা দেখায় কৃষ্ণে মায়ঃ ॥ ২ ॥ ইতি একুশ্যা পূজা সাঙ্গ ॥ ● ॥ অথ তৃণা বর্ত্ত বধ লীলা। আড়ানা রাগ তাল আড়াতেতালা ॥ ● ॥ বালক লইয়া খেলাঃ সদা করে ব্রজ বালাঃ কভু কণ্ঠে লই শিশু আনন্দে ফিরায়। এক দিন ধরাপরেঃ বসাইয়া শিশুবরেঃ উরুপরে ভার লাগি অন্য কার্য্যে যায় ॥ ১ ॥ হেন কালে তৃণা বর্ত্তঃ কংসের প্রধান ভৃত্যঃ কৃষ্ণকে করিয়া কাঁধে আকাশেতে ধায়। কুজ্ঝটি করিল অতিঃ ধূলায় ঢাকিল পৃথিঃ দশদিগ অন্ধকার ব্রজে ঘটে দায় ॥ ২ ॥ ব্রজবাসী ইহা দেখিঃ হইল পরম দুখি গোপাল হরণ কথাঃ রাণীকে জানায় ॥ ● ॥ যশোদা রোহিণী নন্দঃ হৈল অতি নিরানন্দঃ অন্বেষণ করিবারেঃ চলিল ত্বরায় ॥ ৩ ॥ প্রলয় কালের মতঃ অন্ধকার ঘোর বাতঃ আটপর কিছু মাত্র দেখিতে নাপায়। ফুকারে সকলে মেলিঃ কোথা গেলে গোপে ছলিঃ গোপাল গোপাল বলিঃ ডাকে উচ্চরায় ॥ ৪ ॥ পূতনা কাকার হাতেঃ রক্ষা কৈল জগন্নাথেঃ শকট

আপদে রক্ষা কৈল পুনরায় । আদ্য দুঃখ দেখি ভারিঃ যাকর এবার হরিঃ আমরা শরণাগত করহে উপায় ॥ ৫ ॥ শুনিয়া রোদন বাণীঃ পিতা মাতা দুঃখ জানিঃ ত্বরা করি ব্রজনাথ হইল সহায় । তৃণা বর্ত্ত কাঁধে বসিঃ শশী যেন পড়ে খসিঃ উপবনে অবতরি শিলে আছড়ায় ॥ ৬ ॥ তৃণাবর্ত্ত মরে তথাঃ শুনিয়া মঙ্গল কথাঃ পরিবার সহ নন্দ আইল তথায় । তিমিরে তিমির হরেঃ শিশু এতরূপ ধরেঃ গোপ গোপী ইহা দেখি পরাণ জুড়ায় ॥ ৭ ॥ বহু চুম্ব দিয়া মুখেঃ কোলে লয় মহা সুখেঃ গোবিন্দ গোবিন্দ বলি বলিহারি যায় । বাসুদেব পূজা করিঃ দীনে দিল আশাপুরিঃ দ্বিজ পদধূলি লই দিলেন মাথায় ॥ ৮ ॥ শ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়িঃ কোমল বিছানা পাড়িঃ খাওয়াইয়া শোয়াইল রত্ন পালনায় । অন্তরীক্ষে দেবগণঃ সুধা করি বরিষণঃ সপ্ত সুরে স্তুতি করি প্রণাম করয় ॥ ৯ ॥ ব্রজপুরে সুখ রাশিঃ সুধাধিক ভাল বাসিঃ নব বৃন্দাবনে সেই লীলা সুখময় । আপদের ত্রাণকারী এই বিশ্বরূপ ধারীঃ ভক্তলাগী ব্রজ মাঝে হইল উদয় ॥ ১০ ॥ গীত রাগ ইমনঝাপতাল ॥ ● ॥ শিশুর সকল গুণ প্রকাশ হইল ব্রজেঃ । পূতনা বায়স মারেঃ শকট ভঞ্জন করেঃ তৃণাকে বধিয়া জানাইল কাজে কাজে ॥ বুঝি পূর্ণ অবতারঃ নাশিতে ভূমির ভার রাখিবে জগত লাজ বধি কংসরাজে ॥ ● ॥ নাম করণ লীলা ॥ হামির রাগ আড়াতেতালা ॥ গুপ্তে বসুদেব ডাকি কহে গর্গ প্রতি । গোকুলেতে যাও মুনি শুনহ যুকতি ॥ ১ ॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই নন্দ ঘরে স্থিতি । নাম কর্ম্ম বেশ মত কর শুদ্ধ মতি ॥ ২ ॥ কুল পুরোহিত তুমি কিকরিব স্তুতি । আপনি জানহ মোর সকল দুর্গতি ॥৩॥ বহু ভাগ্য জানি মুনি ত্বরাকরে গতি । নিশি ভাগে উপনিত নন্দের বসতি ॥ ৪ ॥ কহিল মঙ্গল কথা হরষিত অতি । নন্দ কৈল পদ পূজা সহ যশোমতী ॥ ৫ ॥ মুনি কহে লোক রাষ্ট্র কর্ত্তব্য নাহয় । দুর্ম্মতি কংসের গুণ জান মহাশয় ॥৬॥ শাস্ত্র মত সাঙ্গ কর নাম বিধি কর্ম্ম । বিধিমত আয়োজন করি রাখ ধর্ম্ম ॥ ৭ ॥ মুনি আজ্ঞা মত নন্দ বসন ভূষণ । হোম দ্রব্য আদি সব কৈল আয়োজন ॥ ৮ ॥ শুভ দিনে শুভ ক্ষণে কর্ম্ম সমাপন । করিলেন গর্গ মুনি পূজি নারায়ণ ॥ ৯ ॥ বাচাতীত বেদাতীত যেই প্রভু হন । রাখিতে তাহার নাম মুনি করেমন ॥১০॥ কমল চরণ কান্ত কমলার পতি ।

জ্ঞন ইক্ষণখলে ক্ষমাকারী মতি ॥১১॥ গোলোকে শগোকুলে শগোপিনী বেষ্টিত
ন শ্যাম ঘন সার শ্রীঅঙ্গে লেপিত ॥ ১২ ॥ ডয়া ডয়া বাণী যার আসি ধরণিতে
হল গ্রাহী ছটা যুক্ত ভক্তে ছায়া দিতে ॥ ১৩ ॥ ঝল মল সর্ব্ব অঙ্গ ঝুলনায় রাস
ক্রবর্ত্ত প্রকাশ কর্ত্তা টৌটক বিলাস ॥ ১৪ ॥ ঠাকুর ডণ্ডক ঢাড়ি জনের উল্লাস ।
রায়ণ তমো হন্তা থামর বিকাশ ॥ ১৫ ॥ দয়াময় ধর্ম্ম রূপ নিকুঞ্জ প্রচারী ।
তিত পাবন ফালগু বরদ বেহারী ॥ ১৬ ॥ ভক্তি দাতা মনোহর যোগেন্দ্র যো
রি । রসিক রমণী প্রিয় বন মালা ধারী ॥ ১৭ ॥ লোচন পঙ্কজ প্রভা ললিত ত্রিব
। বসুদেব সুত এবে পূর্ব্বে ছলি বলি ॥১৮॥ শ্যাম বড় অবতার সুদেহ মুরারি ।
রি হর হয় গ্রীব সর্ব্ব তাপ হারী ॥ ১৯ ॥ ক্ষেম কর্ত্তা আত্মারাম ঈশ ঈশানেশ ।
র্ত্ত বর্ত্তে যার নাম কিকর বিশেষ ॥ ২০॥ অঃ আঃ ইঃ ঈঃ উঃ ঊঃ ঋঃ ৠঃ স্বরে স্বরে
ম । ঌঃ ৡঃ এঃ ঐঃ ওঃ ঔঃ যংঃ অঃ নাম পূর্ত্ত কাম ॥ ২১ ॥ এই মতে বহু নাম
রিয়া গণনা । ধ্যান করি মনে বুঝি করে বিবেচনা ॥ ২২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ দুর্ল্লভ নাম রা
ল তথন । কলিতে জীবের মুক্তি হবার কারণ ॥ ২৩ ॥ বলরাম নাম মুনি বেদ
নুসারে । রাখিল রোহিণী পুত্রে দৈত্য নাশিরারে ॥ ২৪ ॥ রাম কৃষ্ণ দুই
ই সগুণ নির্গুণ । পূর্ত্ত ব্রহ্ম জানেযো নন্দ তোমার নন্দন ॥ ২৫ ॥ বিদায় হইল
ন দক্ষিণা সহিত । নাম কর্ম্ম সাঙ্গকরি চলিল গোপিত ॥ ২৬ ॥ কংস নাশ করি
ন বালক তোমার । এই কথা গুপ্ত ভাবে রাখিবে ইহার ॥ ২৭॥ নামকর্ম্ম সাঙ্গ ।
ত রাগ টৌড়ি তাল আড়া ॥ ❁ ॥ নানা খেলা দুই ভাই করিয়া রচন । তুষিছে
য়েরে সদা রাম নারায়ণ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ নিতি নিতি নবভূষা যশোদা ভূষাণ ।
না জাতি খেলনা য়ে শিশুরে ভুলান ॥ ১ ॥ টপ্পাসাঙ্গ ॥ ❁ ॥ দোসরা গীত ॥ ❁
রাগ ভৈরবী তাল আড়াতেতালা ॥ ❁ ॥ ওরে বলাই ধীরে ধীরে নাচাইও
শিশুরে কানাইঃ দুখানি কমল করঃ অতি সাবধানে ধরঃ যেন বাছা ভূমে পড়ে
াই ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ অনেক তপের ফলেঃ নীলমণি মোর কোলেঃ কৃপাকরি দিয়াছে
গোসাঞি । আধ আধ কথা কয়ঃ সুধারাশি ক্ষরে তায়ঃ দেখি দেখি নয়ন জুড়াই
। ১ ॥ তেসরা গীত রাগ তাল যথাইছা ॥ ❁ ॥ ত্রিলোক পালক জগত জনক

বালক যশোদার কুমার। শায়ক নায়কঃ কারণ কারকঃ নাশক দনুজ ভুভার ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বিনোদ আমোদ বন্দদ বরদ বিপদ ভঞ্জন সুসার। সোহন মোহন গোপিকা বল্লভ রমণী রমন উদার ॥ ১ ॥ ❁ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ঘুটুনু খেলা লীলার গীত ॥ রাগ অহং তাল মধ্যমান ॥ ❁ ॥ ঘুঙ্গুরু বাজে ঝম ঝম ঝমঃ অতি মনোরমঃ চম চম চম। ধরণি সফলেঃ পাতি কর কমলেঃ ঘুটুনু চলত লালা ছম ছম ছম ॥ ১ ॥ শোভা পদতলঃ অরুণ ঢলমলঃ বদনে বাজায় হর বম বম বম ॥ ২ ॥ তনিয়া সুপীতঃ তড়িত জড়িতঃ তরুণ তমাল তনু সম স। সম ॥ ৩ ॥ দোসরা গীত ॥ ❁ ॥ রাগ মুলতানি তাল মধ্যমান ॥ ২ ॥ ততা থেই থেই থেই। করে কর তালি দিয়া নাচত কানাই ॥ ১ ॥ গোকুল নগর নারী। সুধাকির মুখ হেরি। ঘেরি ঘেরি সারি সারি রহিল দাড়াই ॥ ২ ॥ নীলকান্ত ছানি ছটা ঘেরিল ব্রহ্মাণ্ডকটা নীলাকাশ হই রহে গগণেতে ছাই ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ ঘুম পাড়াবার গীত ॥ ❁ ॥ রাগ অহং খামাজ তাল পশতো ॥ আমার শপথ লালা রওরে বাছা ঘুমাইয়াঃ। ঘুমাইলে মাখন দিবঃ রাতি গেলে কর পুরাইয়া ॥ যারে ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুম তোরাযা ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ নয়ন কমলে শশীঃ রওয়ে আসিঃ প্রবেশিয়া। অরুণ আইলে পরেঃ যাইও তুমি পলাইয়াঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ কহে বলাই শুণ শুয়্যা নিশি কাটাইয়া। মাখন পাব লব দিব সব শিশু মিলাইয়া ॥ ২ ॥ একৌতুক দেখায় রাণী রোহিণীকে ডাকিইয়া। চঞ্চল সৃভাব ছাড়ি রৈল দোঁহে ঘুমাইয়া ॥ ৩ ॥ নিতি নিতি এই রূপে ঘুম পাড়ায় ভুলাইয়া। দেখরে শয়ন লীলা প্রাণ মনে ধ্যাইয়া ॥ ৪ ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ নক্ষত্র লীলা ॥ ❁ ॥ রাগ কেদারা তাল চালি ॥ ❁ ॥ সাতাইশ শুভ দিন পাই নন্দরাণী। জন্মের নক্ষত্র পুন পাইল রোহিণী ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের মঙ্গল লাগী গান্হারী আনি। আনন্দে সোহর গায় সুধা জিত ধ্বনি ॥ ২ ॥ সকল কুটুম্ব জনে আনিল আহ্বানি। ভোজন বসন আদি দিলেক সম্মানি ॥ ৩ ॥ কণকের সিংহাসনে রাখিনীল মণি। চৌদিগে ফিরিয়া গর্গা গাইছে গোপিনী ॥ ৪ ॥ শ্রীঅঙ্গের ছটাযুক্ত হইল রমনী। কণক আরামে ইন্দী বরের শোভনি ॥ ৫ ॥ আনন্দ বিলাসে সবে জাগিয়া রজনী। নিজ ঘরে চলে রাখি হৃদে রূপ

থানি ॥ ৬ ॥ ❁ ॥ গর্ভার গীত ॥ ❁ ॥ রাগ সিন্ধু তালপশতো ॥ ❁ ॥ জগদম্বা অম্বা আয় গোমা আয় গোআয়গো ॥ করাল কংসের ডরেঃ হিয়াথর মর করেঃ গোপাল রক্ষার তরেঃ তোরে ডাকিগো ॥ রাখিতে গোকুল কুলঃ তুমিগো সকল মূলঃ দেহিমা চরণ ধূলঃ আমরা তোরগো ॥ ১ ॥ আমরা আভীর জাতিঃ নাজানি ভক্তি স্তীতিঃ নিজগুণে তার তারা এই বারিগো ॥ ২ ॥ ❁ ॥ সারা নিশি জাগরণে নক্ষত্র পূজিল। প্রভাতেতে গৃহ বিপ্রে বহু ধন দিল ॥ ১ ॥ এইরূপে মাস মাস পূজিয়া রোহিণী। আনন্দের সীমা নাই দিবস রজনী ॥২॥ কৃষ্ণ ভক্ত তদবধি করিছে উৎসব। কৃষ্ণ লীলা এক মুখে আমি কত কব ॥ ৩ ॥ জন্ম বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ পূজা করে ব্রজ বাসী পাইছে যখন ॥ ৪ ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ মহাদেব যোগী হইয়া দরশন করিতে আইসেন ॥ ❁ ॥ কালাঁকাড়া রাগ তাল পশতো ॥ ❁ ॥ প্রভুর গোকুলে নাম হইল বিদিত। শুণি শিব যোগী বেশে আইল ত্বরিত ॥ ১ ॥ শিরে জটা ঘোরঘটা বিভূতি ভূষিত। বাঘাম্বর পরিধান বদন হাসিত ॥ ২ ॥ ভিক্ষা ঝুলি বামকাঁধে ত্রিশূল ধারিত। কণক নাগেতে ভূষা শ্রীঅঙ্গে শোভিত ॥৩॥ রুদ্রাক্ষের মালা গলে ধ্যানেতে মোহিত। দক্ষিণ করেতে বাজে ডমরু বিহিত ॥ ৪ ॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে প্রণবের মত। চরণে অভয় বাজে নূপুর রাজিত ॥ ৫ ॥ ববম ববম বম মুখেতে-বাজিত। ভিক্ষাং দেহি কহে যোগী হই উপনিত ॥ ৬ ॥ হেরি যোগী নন্দরাণী হয়্যা আনন্দিত। বসিতে আসন দিল করি শিরনত ॥ ৭ ॥ ছানা ননী মিষ্ট দ্রব্য করিয়া পূরিত। রতন ভাজনে রাখি দিল মন নিত ॥ ৮ ॥ যোগী কহে হেন ভিক্ষা নহিক বাঞ্ছিত। দেখিব বদন খানি আন তব পুত ॥ ৯ ॥ গোলোকের নাথ নর রূপেতে ললিত। বহু তপে পাইয়াছ ভকত সুহৃত ॥ ১০ ॥ কংস ভয়ে দেখাইতে যশোদা স্থকিত। রাণী মনে শঙ্কা বুঝি হর প্রকাশিত ॥ ১১ ॥ নিজ পরিচয় দিয়া দোঁহে আহ্লাদিত। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া হর হইল মূর্চ্ছিত ॥ ১২ ॥ ❁ ॥ বহু স্তুতি করি হর হই প্রণিপাত। কৈলাসে চলিল শিব সাধি মনোরথ ॥ ১৩ ॥ ❁ ॥ শ্রীধর ব্রাহ্মণ দমন ॥ রাগসিন্ধু একতালা। পুতনা বায়সঃ শকট বিশেষঃ তৃণাবর্ত্ত বধ পরে। বিচারিল কংসঃ করি বারে ধ্বংসঃ আর কেবা হেন পারে ॥ ১ ॥ ডাকি

দ্বিজবরঃ কহিল বিস্তরঃ শুনহে দ্বিজ শ্রীধরে। লও বহু ধনঃ তপ বলে প্রাণঃ বধসুত নন্দ ঘরে ॥২॥ লোভিত ব্রাহ্মণঃ ধনের কারণঃ সব কায ইচ্ছা করে। ঘরে দিয়া ধনঃ চলিল ব্রাহ্মণঃ শীঘ্র গোকুল নগরে ॥৩॥ অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটাঃ শিরে কালজটাঃ রুদ্রাক্ষ গলায় পরে। গেরুয়াবসনঃ ব্রহ্মচারি ধ্যানঃ পুথি খানি নিজকরে ॥ ৪ ॥ শিবশিব বলিঃ নন্দ ঘরে চলিঃ অতিথি বলিয়া দ্বারে। দেখি যশোমতীঃ করিয়া প্রণতিঃ আসন দিলেন তারে ॥ ৫ ॥ তপস্বী জানিয়াঃ গোপাল আনিয়াঃ সঁপি দিল রাণী তারে। আনিবারে জলঃ যমুনাতে গেলঃ দ্বিজের রন্ধন তরে ॥ ৬ ॥ দ্বিজ হেন কালেঃ কৃষ্ণ পাই কোলেঃ চাহে প্রাণে মারিবারে। তপ যার দাসঃ তারে করে নাশঃ কভু কেহ নাহি পারে ॥ ৭ ॥ তথাচ ব্রাহ্মণঃ ধনের কারণঃ কুবুদ্ধি ছাড়িতে নারে। যাহার ধরনঃ রক্ষার কারণঃ সেই মন্ত্রে দুরাচারে ॥ ৮ ॥ এত বলি হরিঃ দুই কর ধরিঃ ধীরে ঘুরায় শ্রীধরে ॥ সর্ব্বঅঙ্গ ভাঙ্গেঃ বাকরোধ রঙ্গেঃ করিলেন মুর হরে ॥ ৯ ॥ এই কংস দূতঃ দ্বিজ বলি হতঃ নাহি কৈল কৃষ্ণ মায়েরে। করিয়া বিনয়ঃ দ্বিজ ব্রজে রয়ঃ নাহিগেল কংস ডরে ॥ ১০ ॥ গীতটপ্পা ॥ রাগ সিন্ধু তালমধ্যমান ॥ ● ॥ এত পাপ দ্বিজ করেঃ তবু তারে নাহি মারেঃ ব্রাহ্মণ রক্ষণ গুণ দয়াময় ছাড়িতে নাপারে ॥ ১ ॥ শ্রীধর ব্রাহ্মণ লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ ● ॥ অথ অন্ন প্রাশন লীলা ॥ ● ॥ সুরট রাগ তালআড়া ॥ ছয় মাস বয়স যবে নিকটে হইল। গোপালে খাওয়াতে অন্ন নন্দ বিচারিল ॥ ১ ॥ ডাকিয়া জ্যোতিষ এক জিজ্ঞাসা করিল। ফাল্গুণ অষ্টমী হৈলে ছমাস পূরিল ॥ ২ ॥ শুভ দিন দেখি দ্বিজ নন্দকে কহিল। দৈব গুণে সুধা যোগ তাহাতে ঘটিল ॥ ৩ ॥ যশোদা রোহিণী সঙ্গে আপনি বসিল। দেখ শিশু মুখে দুই সুদন্ত উঠিল ॥ ৪ ॥ অকলঙ্ক দুই শশী শ্রীমুখে দেখিল। পুলকিত হৈয়া সবে আনন্দে মজিল ॥ ৫ ॥ অন্ন প্রাশনের দিন নিকটে আইল। ঘর দ্বার লেপী চিত্র রঙ্গে রাঙ্গাইল ॥ ৬ ॥ সুস্বরা গোপিনী মেলি মঙ্গল গাইল। গানেতে কৌতুক বহু গোপী আচরিল ॥ ৭ ॥ উঠি বসি নাচে গায় রমণীর কুল। ভুবন মোহন রূপে ঘর কৈল আল ॥ ৮ ॥ ● ॥ মঙ্গল গীত খেমটাতাল ॥ ● ॥ যশোদা ভাল ক্ষণে শুয়্যা ছিলে ফুল ফুটান কালে। তোর গুণে পায়্যাছ

লাল গোপাল কোলে ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ রতন প্রসবে নারী কভু শুনি নাই রি তোর লইয়া বালাই বিনতা বিনা তাধিন বিনা কোমর দোলে হেলে গোপি নাচে তালে তালে ॥ ❁ ॥ অধিবাস পূর্ব্ব দিন করিল বিহিত। বাহিরে দুন্দুভি জে ভেরী তুরি যুত ॥ ১ ॥ প্রাতে উঠি অভিষেক কৈল বিধিমত। নানা বস্ত্র পরা ভূষণ সহিত ॥ ২ ॥ নীল কান্ত জিনি তনু শ্রীঅঙ্গ রাজিত। পীত রক্ত রত্ন তায় ল ঝল কিত ॥ ৩ ॥ কত শত কোটী কোটী শশী ভানু জিত। নয়নে হেরিয়া বে হয় হেতৃপিত ॥ ৪ ॥ বিবিধ ব্যঞ্জন ভাত ক্ষীর সুললিত। মিঠাই সন্দেস ওয়া রুটি মন নিত ॥ ৫ ॥ কত শত রত্ন থালে কটরা পূরিত। অঙ্গনে সাজায় ণী হয়ে আনন্দিত ॥ ৬ ॥ জলপাত্রে গন্ধজল কর্পূর মিলিত। মসলা সহিত পান টায় শোভিত ॥ ৭ ॥ কণকের পীঠ মধ্যে আসন স্থাপিত। কোলে করি নন্দরা বসিল ত্বরিত ॥ ৮ ॥ চামর ময়ূর ছলে ব্যজন বেষ্টিত। সুনাদ উঠিল ধ্বনি কঙ্কন জিত ॥ ৯ ॥ সভা শোভা স্বর্গ জিনি দেখি প্রকাশিত। অমর আইল ধ্যায়্যা যৌ ক সহিত ॥ ১০ ॥ একে একে সব দ্রব্য দিল কৃষ্ণ মুখে। প্রসাদ লইয়া দেব খায় তি সুখে ॥ ১১ ॥ বসন ভূষণ ভেট দেয় লাখে লাখে। অবাক হইয়া রূপ ব্রজবা দেখে ॥ ১২ ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন দেব যাঁরে ভাখে। ধন্য ধন্য নন্দরায় তারে কোলে রাখে ॥ ১৩ ॥ ভোজন করিয়া সবে নাচে গানে মত্ত। নন্দ পুরে বহু ভিড় াহি মিলে বর্ত্ম ॥ ১৪ ॥ সৌগন্ধি ছড়ায় বহু ভবন ভরিয়া। উদয় বসন্ত ঋতু প্র ভুকে দেখিয়া ॥ ১৫ ॥ সুধা কণা বরষিল কুসুম সহিতে। অপার আনন্দ সীমাকে রে কহিতে ॥ ১৬ ॥ দ্বিজ ঋষি গণ আদি যতেক ভুবনে। নাচিতে গাইতে তারা আইল এথানে ॥ ১৭ ॥ গুণী জন গান করে নাচে নর্ত্তকিণী। গোকুল নগরে শো ভা দিবস রজনী ॥ ১৮ ॥ ❁ ॥

পদ চৌতাল রাগ টোড়ি ॥ ❁ ॥ অখণ্ড প্রচণ্ড শাসন জগত ভরিয়া। যদি হয় মহা পাপী। তথাচ নাহয় তাপী। তব নাম সুধা বাণী বদনে লইয়া ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ তব পদ সুবিমলঃ অতুল দর্শন ফলঃ চরণ সরোজ পাইয়া ॥ ১ ॥ মন নেত্র তরু রেঃ হেরি চারি ফল ধরেঃ পাদ পদ্মে রহিল পড়িয়া ॥ ২ ॥ প্রেম সুধারস তায়ঃ

চাখিতে যেজন পায়ঃ সেজন অভয় পায়ঃ সদা থাকে তোমারে সেবিয়া ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ বাগেশ্বরী কানড়া রাগ ॥ ❁ ॥ হরি নাম কিসুখ আনন্দ মর্ম্ম কেবা জানে। না খাইলে বস্তুর রস বাখানিলে মনকি মানে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ যেবস্তু যেজনে খায়ঃ উদগারে উদ্দেশ পায় শাকা শীদ্রাক্ষার রস কেমনে বাখানি ॥ ১ ॥ যারযে কপালে ভোগ তাহার তেমন যোগ তবপদে সুসংযোগ হইল এখানে ॥ ২ ॥ ত্রাহি ত্রাহি কৃপাকরিঃ আর যেন নাপাসরিঃ সিন্ধু নাসুখায় কৃপাকণিকা প্রদানে ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ অন্নপ্রাশন মন্ত্র পাঠ ॥ প্রজাপতি ঋষির্বৃহতী ছন্দো হন্নপতির্দ্দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনি যোগঃ ॥ ওঁ অন্নপতে হন্নস্যধেহ্যনসী রসস্শুষ্মিনঃ প্রদাতারংতার্যউর্জ্জংনো ধেহি দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে স্বাহা ॥❁॥ ব্রহ্মার খেদ উক্তি ॥ তাল পশতো রাগ টোড়ি বড়ারি ॥ ❁ ॥ ব্রহ্ম লোকে থাক্যা মোর কোন প্রয়োজন। তুমি রৈলা নন্দ ঘরে তেজি নিজজন ॥ ১ ॥ বিচ্ছেদ যাতনা যেন কাটা ঘায় লোন। নাদেখিয়া গোলোকেতে হইল তেমন ॥ ২ ॥ মণি হারা ফণী মত করিয়া ভ্রমন। শুভক্ষণে দেখিলাম দুখানি চরণ ॥ ৩ ॥ তোমা বিনা যোগ যাগ বৃথা আয়োজন। জল হারা মীন মত সেদেহ ধারণ ॥ ৪ ॥ নূপুরে বাজাও হরি অভয় বাজন। সফল হউক মোর যুগল শ্রবণ ॥ ৫ ॥ গোয়ালার মত দেখি পর অভরণ। পীত ধড়া পরিয়াছ তড়িত কিরণ ॥ ৬ ॥ কোমরে কিঙ্কিণী জাল নূতন শোভন। গলায় আলফি খানি নাদেখি কখন ॥ ৭ ॥ মণিময় জড়া টোপি জিনি ভানু হেন। শিখীপুচ্ছ বাঁধা তাহে মরকত যেন ॥ ৮ ॥ কর অভরণ হেরি নূতন নূতন। কস্তুরীর বিন্দু ভালে মৃগাঙ্ক রাজন ॥ ৯ ॥ ইন্দীবর বাটা যেন দেহের বরণ। চতুর্ভুজে দুই ভুজ দেখিল এখন ॥ ১০ ॥ কিলাগিয়া হৈলা প্রভু শিশুর সমান। কৌস্তুভ ছাড়িয়া দিশি মতির ধারণ ॥ ১১ ॥ ভৃগু চিহ্ন লুকাইলে কিসেরকারণ। নাসায় বেসর হেরি জুড়াইল মন ॥ ১২ ॥ অলক তিলক কেবা করিল রচন। হিরার কুণ্ডল কানে তিমির হরণ ॥ ১৩ ॥ রতন ভ্রুকুটি ভাল হয়্যাছে সাজন। হেরি তব চাঁদ মুখ সফল নয়ন ॥ ১৪ ॥ ধিক ধিক মোর জন্ম বিফল পরাণ। মোর ঘরে জন্ম তুমি নানিলা কখন ॥ ১৫ ॥ শ্রীনন্দ যশোদা ধন্য পাইয়া নন্দন। লখি লখি ব্রহ্মা নাচে সহ ঋষি গণ ॥ ১৬ ॥ ধিক্তা

ধিনা তাক্কা ধিনা উঠিল বাজন। বুহ্মা বলে জয় জয় নন্দের নন্দন ॥ ১৭ ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ চন্দ্র দর্শন লীলা রাগ হামির আড়াতেতালা ॥ দ্বিতীয় বৎসর কৃষ্ণ গমন হারী। যশোদা লইয়া কোলে করে পাইচারি ॥ ২ ॥ সন্ধ্যা গতে গগণেতে পূর্ণচন্দ্র শোভা। কর পদ নখে রাণী দেখে সেই আভা ॥ ২ ॥ ধরিয়া চরণ খানি কৃষ্ণেরে দেখায়। তব নখে চাঁদ আসি হইল উদয় ॥ ৩ ॥ পুনর্ব্বার দেখাইল কর নখ বর। বহু চন্দ্র দীপ্ত করে বিবিধ প্রকার ॥ ৪ ॥ মাকে ভুলাইতে বহু কৃষ্ণ করে ছল। চাঁদ ধরিবারে হরি হইল চঞ্চল ॥ ৫ ॥ দেচাঁদ খাইব বলি কান্দিতে লাগিল। যশোদা ভুলায় যত কিছু নামানিল ॥ ৬ ॥ থালে জলরাখি রাণী চাঁদ দেখাইল। থালের তলায়ধরি উলটি ফেলিল ॥ ৭ ॥ আপনি ধরিতে যায় কর পসারিয়া। যশোদা রাখিতে নারে কোলেতে ধরিয়া ॥ ৮ ॥ আনিল দর্পণ গোল দুদিগে সমান। চাঁদলও বলি রাণী কৃষ্ণ করেদেন ॥ ৯ ॥ ফিরায় ঘুরায় কৃষ্ণ দেখে চাঁদময়। শিশু বলি মোরে মাতা এমতে ভুলায় ॥ ১০ ॥ পুন করে আবদার কিছু নাহি মানে। ভূমিতলে গড়াগড়ি চাঁদের কারণে। যোগীবেশে মহাদেব লীলা দেখিবারে। আইল পরমানন্দে যশোদার ঘরে ॥ ১২ ॥ অর্দ্ধচন্দ্র ভালে দেখি দেখায় কৃষ্ণেরে। লও বাছা এই চাঁদ ধরি দুই করে ॥ ১৩ ॥ গীত রাগ বিহাগ তাল আড়াতেতালা ॥ ভাঙ্গা চাঁদ নিবনামা গোটা চাঁদদে। যোগী দেখ্যা ডর পাই মোরে ছাড়্যাদে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ যোগীর সঙ্গেতে দেখি এক রক্ত মুখা। ভয় লাগে হৃদে ওরে দূর কর্যা দেখা ॥ গীত সাঙ্গ ॥ এক সখি যুক্তি করি আসিয়া তখনে। অকলঙ্ক চাঁদ আমি দিব এই ক্ষণে ॥ ১ ॥ কৃষ্ণে অভিমান শান্ত করিবার তরে। মোহিনী হইল জন্ম বৃষভানু ঘরে ॥ ২ ॥ সখি মিলি রাধিকারে আনিল সত্বরে। কোটী চন্দ্র প্রকাশিত শ্রীমুখ উপরে ॥ ৩ ॥ মুখচন্দ্র দেখি কৃষ্ণ উঠিল তখন। রাধিকার গলা ধরি নট কে মোহন ॥ ৪ ॥ মুখ চন্দ্রে চুম্ব দিয়া সুধা রস খায়। দেখিয়া রাণীর মন আনন্দিতে হয় ॥ ৫ ॥ চাঁদ পাইয়াছি হাতে ছাড়্যা দিবনা। এচাঁদে সুধার রাশি চাহিয়া দেখনা ॥ ৬ ॥ সুধার আধার রাধা হেরি গোপাঙ্গনা। আরতি করিয়া লয় ঘর দুই জনা ॥ ৭ ॥ ❁ ॥ দোসরা গীত ॥ রাগ পরজ আড়াতেতালা। কালাচাঁদ

গগণচাঁদে ধরিবারে চায়। চাঁদের আকুট রাধা চাঁদেতে মিটায় ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কাল ধল পীত শশী দেখি যশোদায়। উত্তম বিচার করি জুখিল তাহায় ॥ ২ ॥ শ্বেত চাঁদে কলঙ্কেতে হয় নিতি ক্ষয়। মোর কালচাঁদে দেখি আভা নানিভায় ॥ ৩ ॥ রাধা মুখ স্বর্ণ চাঁদ অরুণে হারায়। দুই চাঁদ কোলেকরি যশোদা দাঁড়ায় ॥ ৪ ॥ দেখহ চাঁদের হাট রাধা কৃষ্ণ গায়। যশোদা কণক মেরুচাঁদ বেড়া তায় ॥ ৫ ॥ ●

॥ ঋষি আগমন লীলা ॥ রাগ যোগীয়া তাল আড়াতেতালা ॥ ঋষি গণ ধ্যানে দেখি জানিল নিশ্চয়। শ্রীকর অষ্টম বংশে প্রভুর উদয় ॥ ১ ॥ দনুজ নিধন হবে ভুবন অভয়। কর্ত্তাকে ভজিবে জীব পাপ হবে ক্ষয় ॥ ২ ॥ কলিতে নামের ডঙ্কা ব্রজেতে সদয়। পূর্ণ করিবারে ইহা হইল সময় ॥ ৩ ॥ ভাদ্র কৃষ্ণ অষ্টমীতে কৃষ্ণ জন্ম লয়। দেখি বারে নর রূপ করিয়া আশয় ॥ ৪ ॥ দশদিগ হৈতে মুনি বলি জয় জয়। উপনীত নন্দ ঘরে মুনি মহাশয় ॥ ৫ ॥ পীতধুতি পরিধান মস্তক জটায়। পাকা দাড়ি ক্ষীর নিধি হেন শোভা তায় ॥ ৬ ॥ ললাটে ফোঁটার ছটা যেন শশী প্রায়। পায়েতে খড়ম জোড়ি মেখলি গলায় ॥ ৭ ॥ পবিত্রা পইতা দোলে উত্তরী তাহায়। কুশ মুদ্রা অঙ্গুলিতে তুলসী কণ্ঠায় ॥ ৮ ॥ বিভূতি ভূষণ অঙ্গ নামেতে শোভায়। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বাহুতে ছাপায় ॥ ৯ ॥ মৃগ বাঘছাল পৃষ্ঠে আসন ঝুলায়। ব্রহ্ম তেজ ভানু সম অঙ্গে ঝলকায় ॥ ১০ ॥ নাম গান সদা মুখে বেদ বানী গায়। উত্তরিল মহানন্দে নন্দের আলয় ॥ ১১ ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নন্দ আসনে বসায়। সর্ব্বেশ্বর এই শিশু ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥ ১২ ॥ অন্তরেতে স্তুতি করি মনে প্রণময়। বাহ্যে আশীর্ব্বাদ করি হইল বিদায় ॥ ১৩ ॥ ● ॥ গীত রাগ দেও গিরি তাল মধ্য মান ॥ ● ॥ আজু সফল জীবনঃ হেরিয়া রসিক রাজ পবিত্র নয়ন ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ নর রূপে নর হরি নন্দের নন্দন। বেদ ভেদ নাহি জানে প্রভুর স ন্ধান ॥ ১ ॥ বৃথা করি অন্য কর্ম্ম ছাড়ি শ্রীচরণ। ধন্য ধন্য গোপ কুল হরি নিরী ক্ষণ ॥ ২ ॥ ● ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ ● ॥ অতিথি কর্ত্ত মুনি লীলা ॥ ● ॥ জনম পূজার দিন মঙ্গল বিধান। বর্ষ বৃদ্ধি পূজাকৈল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥ ১ ॥ ইতি মধ্যে কর্ত্ত মুনি আই ল তথায়। দেখিয়া যশোদা রাণী পাদ্য অর্ঘ্য দেয় ॥ ২ ॥ শুভ দিনে সাধু পদ

ধূলা মম ঘরে। বহু ভাগ্যে অদ্য মুনি ঘটিল আমারে ॥ ৩ ॥ চরণ ধোয়ায় রাণী গন্ধ বারি দিয়া। আঁচলে পুছায় পদ হৃষ্ট মন হৈয়া ॥ ৪ ॥ অপূর্ব্ব আসন দিল বসিবার তরে। বহু স্তুতি কৈল রাণী জোড় করি করে ॥ ৫ ॥ ফল মূল ননী ছানা মিছিরি সন্দেস। জল পান করাইল পুছিল বিশেষ ॥ ৬ ॥ আজ্ঞা হৈলে ভোজনের করি আয়োজন। সাধু বিনা মোর আশাকে করে পূরণ ॥ ৭ ॥ স্বীকার করিল মুনি শুণি রাণী বানী। প্রসন্ন হইল মুনি দেখি নীলমণি ॥ ৮ ॥ ব্যঞ্জন সহিত অন্ন সাঙ্গ করি পাক। সোনার ভাজনে রাখিসহ মিষ্ট শাক ॥ ৯ ॥ ধ্যান করি বিশ্বপতি করি নিবেদন। নয়ন মুদিয়া মুনি ভাবে অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥ হেন কালে কৃষ্ণ আসি করিল ভোজন। মুনিবর দেখি অন্ন করিল তেজন ॥ ১১ ॥ যশোদা দেখিয়া ভয় অতি শয় করি। ক্ষমাইল শিশু দোষ মুনি পদধরি ॥ ১২ ॥ পুনরায় অন্য ঘরে রন্ধন করিল। আর ঘরে কৃষ্ণ রাখি দুয়ার মুদিল ॥ ১৩ ॥ রতন থালেতে অন্ন করিয়া সাজন। আঁখি মুদি ধ্যান করে প্রভু নারায়ণ ॥ ১৪ ॥ নিবেদন সাঙ্গ কালে আসিয়া গোপাল। ভোজনে বসিল হরি ধরি সেই থাল ॥ ১৫ ॥ ধ্যান ভঙ্গ করি মুনি করে হায় হায়। রান্ধিয়া গোয়াল ঘরে ঘটে এত দায় ॥ ১৬ ॥ যশোদা যশোদা বলি ডাকে বার বার। আসিয়া দেখহ রাণী বালক আচার ॥ ১৭ ॥ রাণী আসি দেখে কৃষ্ণ করিছে ভোজন। কিছু মাত্র ভয় নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণ ॥ ১৮ ॥ রাণী কহে দ্বার মুদি রাখ্যাছি ইহায়। কুঁজি দেখ মোর হাতে মুনি মহাশয় ॥ ১৯ ॥ মুনি রাণী দ্বার খুলি দেখে দুই জন। কৃষ্ণ নাহি দেখি তথা চিন্তিত তখন ॥ ২০ ॥ মায়াতে মোহিত হই বুঝিতে নারিল। পুনরায় অন্য স্থানে রন্ধন করিল ॥ ২১ ॥ হরিকে কোলেতে করি যশোদা রাখিল। পরশিয়া মুনি বর কৃষ্ণে নিবে দিল ॥ ২২ ॥ কোলে হৈতে ঝাঁপ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিল। মুনির সমুখে যায়্যা দরশন দিল ॥ ২৩ ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি ভুজ ধরি। পীতাম্বর পরিধান কিরীট উজারি ॥ ২৪ ॥ মকর কুণ্ডল কাণে কোটি চন্দ্র জিনি। বসন ভূষণ শোভা অনুপম মানি ॥ ২৫ ॥ মুনিবর দেখি রূপ হইল বিস্ময়। কোনকর্ম্মে এত ভাগ্য হইল উদয় ॥ ২৬ ॥ যত রূপ মনেভাবে দেখে ততরূপ। ধরণি লোটায়্যা পড়ে দেখিয়া অনুপ ॥ ২৭

॥ মুনির ভোজন নষ্ট কৈল বার বার। উদ্যত হইল রাণী করিতে প্রহার ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মণ ধরিল হাত বিনয় করিয়া। তব পুত্র মোর প্রভু দেখিল বুঝিয়া ॥ ২৯ ॥ প্রসাদ খাইব আমি কিছু চিন্তানাই। কৃষ্ণ কহে তুমি আমি খার একঠাঁই ॥ ৩০ ॥ ভক্তের মহিমা সীমা ত্রিভুবনে নাই। ভক্তির প্রভাবে মুনি পাইল কানাই ॥ ৩১ ॥ ভোজন বিলাস পরে স্তুতি করে মুনি। প্রসন্ন হইয়া বর দিল নীলমণি ॥ ৩২ ॥ যশোদা বাৎসল্য ভাব নাপারে ছাড়িতে। লীলার কারণ প্রভু রাখিল গোপতে ॥ ॥ ৩৩ ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন কথা অমৃত সমান। অদ্যা বধি ত্রিভুবনে লোকে করে গান ॥ ৩৪ ॥ ❁ ॥ গীত ॥ তাল খেমটা ॥ যার ধ্যান করে মুনি কাছে সেই হরি। মুনিরে করিতে দয়া নূতন চাতুরী ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ এতিন ভুবন মাঝে। যশোদা ঘরে বিরাজে। শিশুভাবে শিশুলীলা কারী ॥ ১ ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ মাটি খাওন লীলা। রাগ টোড়ি ॥❁॥ খেলিতে বালক সঙ্গে মাটি খান হরি। জগত বল্লভ করে নূতন চাতুরী ॥১॥ ভাই খায় মাটি ইহা দেখিতে নাপারি। বলদেব কহিদিল মায়েরে সত্বরি ॥ ২ ॥ কৃষ্ণে ড়াকী রাণী কহে অতি ক্রোধকরি। ছাড়ি ছানা ননী মিঠা হলি মাটি খোরি ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ কহে ঠক কথা বুঝহ বিচারি। দেখহ আমার মুখ দুটি নেত্র ভরি ॥ ৪ ॥ বদন খুলিয়া রাণী দেখে গাল ধরি। ত্রিভু বন গাল মধ্যে স্পষ্ট রূপে হেরি ॥ ৫ ॥ ধিক্কার মানিল মনে বহু খেদকরি। দেবের অধিক কর্ম্ম করিল মুরারি ॥ ৬ ॥ তথাচ আমার মন নাহি চিনে হরি। ড়াকিয়া নন্দকে রাণী কহিল বিস্তারি ॥ ৭ ॥ নন্দ পুন গালে দেখে ত্রিলোক বিস্তারি। নিশ্চয় বুঝিল এই বিশ্ব অধি কারী ॥ ৮ ॥ কোলে করি বার বার যায়বলিহারি। বাৎসল্য ভাবেতে সেবা করে প্রাণভরি ॥ ৯ ॥ রামবলে ভাই মোর মাটি কেনখায়। চিরকাল সঙ্গে থাকি তবু বুঝা দায় ॥ ১০ ॥ ধরণী বদন সুধা বুঝি মাটি হয়। তাহে চুম্ব দিতে ভাই কিছু মাটি খায় ॥ ১১ ॥ কিম্বা নব সৃষ্টি গর্ভে রাখি দয়া ময়। প্রকৃতি স্বভাবে মাটি সোঁধা মুখে দেয় ॥ ১২ ॥ অথবা পড়িয়া মাটি মুখেতে সঞ্চয়। মন্ত্র গুণে বিশ্ব রূপ মায়েরে দেখায় ॥ ১৩ ॥ বৃথা চিন্তা করি আমি বুঝিতে আশয়। প্রকৃতি নাজানে মর্ম্ম ভুলিত মায়ায় ॥ ১৪ ॥ সৃষ্টি স্থিতি লয় গুণ দিলেন আমায়। তঁ

াপি বিস্মৃতি আমি কর্ত্তার মায়ায় ॥ ১৫ ॥ নর লীলা জানি রাম নর বুদ্ধি লয় । কৃষ্ণের নাহিক দোষ যশোদাকে কয় ॥ ১৬ ॥ ◉ ॥ গীত রাগ লাউর তাল আড়া তেতালা ॥ ◉ ॥ মা আমি কর্যাছি চাতুরীঃ কিছু দোষ নাহি করে ভাই প্রাণ হরি ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ ইন্দ্রজাল বিদ্যা ভাল শিখ্যাছে মুরারি । যত দেখ কৃষ্ণ গুণ দিবা নিশি ভরি ॥ ১ ॥ সব জান ইন্দ্রজাল গোপের দুলারি । খাবার আনিয়া দেও মাখন মিছিরি ॥ ২ ॥ ধিনাগ দাদিন্দাঃ । দিনাক ধাতিন্ । ধাতিকিনাধাঁ ধাতিকি নাধাঁ । ধাতিকিনাধাঁ । বদনে বাজায় ॥ ৩ ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ ◉ ॥ কর্ণবেধঃ । রাগ গুণ পুরীটোড়ি ॥ ◉ ॥ এক দিন কৃষ্ণ রূপ যশোদা রোহিণী । হেরিয়া সকল অঙ্গ মনে খেদ মানি ॥ ১ ॥ কানেতে কুণ্ডল দিতে করিয়া বাসনা । কর্ণ বেধ করি নন্দ পুরাও বাসনা ॥ ২ ॥ তৃতীয় বৎসর বয়ো সময় জানিয়া । বেদ মতে আয়ো জন করে বিস্তারিয়া ॥ ৩ ॥ পূজা হোম শুভক্ষণে করিল যতনে । যশোদা লইয়া কোলে বসিল আসনে ॥৪॥ কৃষ্ণকে ভুলায় রাণী ক্ষীরলাড়ু দিয়া । আইল নাপিত তোলা ছেদনি লইয়া ॥ ৫ ॥ কণকের কাঁটা দিল কমল কানেতে । নাপিতে ছকায় কৃষ্ণ লাড়ু মারি মাথে ॥ ৬ ॥ নাচ গান পুরভরি অতি মনোরম । তিলআধ নাহি তথা সুখের বিশ্রাম ॥ ৭ ॥ নাপিতে অনেক ধন নন্দ দিতে চায় । বার বার ভক্তি মাগে শিশুবর পায় ॥ ৮ ॥ কৌতুকে যৌতুক দিল সব ব্রজবাসী । করে লয়্যা হেরে হরি মৃদু হাসি হাসি ॥ ৯ ॥ ঘোর পাপ যার নামে করয়ে ছেদন । তাহার করণ বেধ ভক্তির কারণ ॥ ১০ ॥ গোপী কহে এই কাণে পরাব কুণ্ডল । হেরিয়া জীবন মন করিব সফল ॥ ১১ ॥ মহানন্দে কর্ণ বেধ কৈল সমাপন । বালক লইয়া খেলে যশোদা নন্দন ॥ ১২ ॥ ◉ ॥ গীত রাগ বড়ারি তাল আড়া তেতালা ॥ ◉ ॥ মস্তক মুণ্ডন দেখ্যাঃ শিশুগণ কৌতুকেঃ কহিছে ব্রজ বাল । হরি হইল দণ্ডীঃ মোরা হব দণ্ডীঃ সম ভাব হইব সকল ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ লাড়ু লুকী দেয় গালেঃ নাচে শিশু কর তালেঃ শোভা যেন প্রফুল্ল কমল ॥ ১ ॥ অঙ্গনে চাঁদের হাটঃ রঙ্গ ভঙ্গে মাল সাটঃ খেলে শিশু প্রেমে ঢল মল ॥ ২ ॥ কর্ণ বেধ সাঙ্গ ॥ ◉ ॥ র বগাঁট লীলা ॥ রাগ সুখ রাই ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ রাণী কহে নন্দরায়

শুন নিবেদন। তিন বৎসর বয়ো হইল পূরণ ॥১॥ গত জন্ম তিথি পূজা হইল যেমন। ততো ধিক কর এবে নন্দন কারণ ॥২॥ দীন হীনে কর দান দ্বিজের সন্মান। বৈষ্ণবের কর পূজা করিয়া যতন ॥৩॥ সধবারে দেও ধন বসন ভূষণ। আর সব রীতি কর পূর্ব্বের সমান ॥৪॥ পুলকিত নন্দঘোষ লইয়া নন্দন। বিধি মত শুভ কার্য্য কৈল সমাপন ॥ ৫ ॥ নৃত্য গীত ইত্যাদি জন্ম যাত্রাও নক্ষত্র যাত্রা মত কর্ত্তব্য এবং সেই সকল লীলার বাধাই গান করা ॥ রাম কাহিনি কহিয়া যশোদা ঘুম পাড়ান ॥ রাগ কেদারা তাল আড়াতেতালা ॥ দোলায় শোয়ায় রাণী ঘুম পাড়াইতে। যতেক যতন করে নারে ঘুমাইতে ॥১॥ কাহি নি কহিছে রাণী মধুর ভাষাতে। অযোধ্যা নগর এক সুন্দর মহীতে ॥ ২ ॥ দিব্য অট্টালিকা তাহে রতন রাজিতে। গলি বর্ত্ম স্বর্ণময় বেড়া সুগন্ধিতে ॥ ৩॥ বাজার হাটের শোভা সুন্দর মালাতে। তরু পক্ষ সরোবর অতুল জগ তে॥ ৪ ॥ পট্টরাণী তিন জনা রাজা দশরথে। কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা নামেতে ॥৫॥ রাম ভরত লক্ষ্মণ সত্রুঘ্ন ভাইতে। এই চারি রাজ পুত্র সুচারু গৃহেতে ॥৬॥ নব দূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম সঁপিতে। বিশ্বামিত্র আসি মাগে তা ড়কা বধিতে ॥৭॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণে লই চলিল দেশেতে। অরি বধ পরে মুনি তুষিল ধনেতে ॥৮॥ এই কালে অহল্যার হইল মোচন। স্বামি শাপে শিলা হৈয়া হইল পতন ॥৯॥ উড়িয়া চরণ ধূলি পাষাণে পড়িল। পূর্ব্ব মত অহ ল্যার স্বরূপ হইল ॥ ১০॥ নাবিক করিতে পার মনে করে ভয়। কিজানি তর ণি খানি ঐমত হয় ॥১১॥ অনেক প্রকারে মুনি বুঝাইল তারে। বসাইয়া তরি মধ্যে হৃদে পদ ধরে ॥ ১২ ॥ চরণের ধূলি সব হৃদয়ে রাখিল। তথাচ রামের গুণে আশ্চর্য্য ঘটিল ॥১৩॥ কাষ্ঠের তরণি খানি হৈল হেমময়। কাণ্ডারী বুঝিল এই তিন লোক জয় ॥১৪॥ এই রাম ধনু ভাঙ্গে জনক পুরেতে। সীতারে বিবাহ কৈল জিতিয়া পণেতে ॥ ১৫ ॥ আর তিন ভাই কৈল বিবাহ তথাতে। চারি ভাই বধূ সহ আইল পুরেতে ॥ ১৬॥ উৎসব করিল অতি রাজা দশর থে। রামকে রাজ্যের ভার দিবার কালেতে ॥ ১৭ ॥ কৈকেয়ী পাঠায় বনে স

ত্যের পণেতে । সীতা সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ চলিল বনেতে ॥ ১৮ ॥ ভরতের রাজ্য হৈল পিতার আজ্ঞাতে । চিত্রকূটে রামচন্দ্র মিলিল ভরতে ॥ ১৯ ॥ অনেক বিলাপে লইল খড়ম মাথাতে । খড়ম পূজিয়া রাজ্য রাখিল ভরতে ॥ ২০॥ রাবণে হরিল সীতা মারীচ ছলেতে । ঘুমাইলা নীল মণি একথা শুণিতে ॥ ২১ ॥ রাবণের বল কথা যশোদা কহিতে । চমকিয়া উঠে হরি ধনুক চাহিতে ॥ ২২ ॥ লক্ষ্মণ বলিয়া ডাকে রাবণ নাশিতে । বালক চমকে রাণী লাগিল ভাবিতে ॥ ২৩ ॥ রাক্ষসী ডাকিনী বুঝি দেখি স্বপনেতে । কাতর হইয়া শিশু চমকে ভয়েতে ॥ ২৪ ॥ বাসুদেব পূজা মানে ভয় নিবারিতে । মন্ত্রপড়ি ছড়াইল রাই চারিভিতে ॥ ২৫ ॥ জলপড়া খাওয়াইল বুড়ি বুদ্ধি মতে । কাহিনীর লীলা সাঙ্গ শিশু শোয়াইতে ॥ ২৬ ॥ ❁ ॥ গীত রাগ খামাজ তাল একতালা ॥ ❁ ॥ মুখে রসনা রৈতে কেন নালও রাম নাম । বিনা পরিশ্রম কেনে নাহি সাধ কাম ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ দিবা নিশি গত হইল যাবে যম ধাম । কথা রাখ রাম রাম বল অষ্ট যাম ॥ ১ ॥ ❁ ॥ তিন বৎসরের জন্ম পূজা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শালগ্রাম লীলা রাগ সারঙ্গ তাল আড়াতেতালা । স্নান করি এক দিন কুসুম লইয়া । ঘরে আসি শালগ্রাম পূজেন বসিয়া ॥ ১ ॥ গোপাল খেলায় তথা ঈষদ হাসিয়া । নয়ন মুদিয়া নন্দ রহে ধেয়াইয়া ॥ ২ ॥ হেন কালে শিলা তুলি বদনে ভরিয়া । নন্দ বেড়ি খেলে কৃষ্ণ নির্ভয় হইয়া ॥ ৩ ॥ ধ্যান শেষে দেখে নন্দ শিলা নাপাইয়া । কাতর হইয়া ফেরে ঘর তলাসিয়া ॥ ৪ ॥ হেন কালে রাণী আসি দিলেন কহিয়া । শিশুর বদনে শিলা দেখহ চাহিয়া ॥ ৫ ॥ ঠাকুর লইল নন্দ কৃষ্ণে ধমকায়্যা । কৃষ্ণ কহে এই শিলা কিকাজ পূজিয়া ॥ ৬ ॥ জড়েতে চৈতন্য পিতা কিফল মানিয়া । আত্মা রামে ধ্যানকর চৈতন্য লাগিয়া ॥ ৭ ॥ শিশু বাণী শুণি নন্দ চমকিত হয়্যা । কৃষ্ণেরে করিল কোলে বহু চুম্ব দিয়া ॥ ৮ ॥ গীত রাগ নট তাল সম । নিতি নিতি শিশু গুণ যতেক দেখিল । মোহন মায়ায় পুন সকলি ভুলিল ॥ দুর্লভ বল্লভ লীলা কেহ নাবুঝিল । যাহারে করুণা হয় সেজন জানিল ॥ ১ ॥ ❁ ॥ অথ স্নান লীলা ॥ সুরট রাগ আড়া তেতালা ॥ উদ্ধত বালক কৃষ্ণ নাহি মানে কথা । ধূলায় ধূষর অঙ্গ জটা হৈল মাথা ॥ ১ ॥ ও

পটন মাখাইয়া দিতেচায় রাণী। কদাচিত নাহি মাখে শিশু নীলমণি॥ ২ ॥ ঘরের ভাজন ভাঙ্গে ভূষণ ছিড়িল। দধি দুগ্ধ পায় ছানি কর্দ্দম করিল॥ ৩ ॥ তাহে গড়া গড়ি যায় গোলোকের পতি। এভাব জানিতে নারে আভীরের জাতি॥ ৪ ॥ ধর ণীকে আলিঙ্গন দেন নিতিনিতি। ত্রিলোকে দুর্ল্লভ মানি ধরণি ভকতি॥ ৫ ॥ নন্দ আসি বহুস্নেহে করাইল স্নান। সৌগন্ধি লেপন গন্ধে পূরিল ভবন॥ ৬ ॥ যমুনার জল ধন্য ধন্য গোপী গণ। কৃষ্ণ পাদোদকে পূর্ণ হৈল বৃন্দাবন॥ ৭ ॥ গীত সারঙ্গ রাগ তাল আড়াতেতালা॥ শ্যাম নব রূপ। দেখরে অনুপ। জল ধরে জল যেন করে বিতরণ॥ ধুয়া॥◉॥ এরূপে ভূষণ কিকাজ পরণ ভুবনের রাজা হরি জিনি রূপ ভূপ॥ ১ ॥ ◉ ॥ স্নান পরে ভোজন লীলা॥ সারঙ্গ রাগ তাল আড়াতেতালা॥ ভোজন করায় রাণী করাইয়া স্নান। গোয়াল মণ্ডলী চাঁদ ঘেরিয়া তখন॥ ১ ॥ ভূগু তারা মালা জিনি মণ্ডলী শোভন। মিষ্টান্ন বহুত ভাঁতি বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ২ ॥ মোরব্বা আচার ক্ষীর ফল অগণন। ঘৃত পক্ক শত ভাঁতি নাহয় বর্ণন॥ ৩ ॥ সুগন্ধি বারিতে পাত্র লয় সর্ব জন। রতন পিড়িতে বসি করিল ভক্ষণ॥ ৪ ॥ আচ মন পরে করে তাম্বুল চর্বণ। ছয়রসে স্বাদ নৈল-জগত মোহন॥ ৫ ॥ ◉ ॥ টপ্পা॥ রাগ মজমুয়া তাল সম॥ ভোজন মণ্ডলী শোভাঃ ভক্ত জন মনো লোভাঃ প্রসাদ লইয়া সবে নাচে গায় খায়॥ ১ ॥ ◉ ॥ গোয়াল সঙ্গে খেলা রাগ গান্ধার তাল খেমটা॥ আঁখ মুঁদলি খেলে মিলি ব্রজ বালেঃ। রেং বরেং বরেং বতাল দেয় বাহু মূলে॥ খেলায় জিতিলে হরি হারেযারেঃ কাঁধে করি তারেঃ সখা ভাব দেখাইল ভুবন মণ্ডলে॥ ◉ ॥ গেঁদ খেলা॥ রাগ মোলতান তালচালি॥ নকুটে খেলায় গেঁদ গেঁদে গেঁদ মারে। রাম কৃষ্ণ খেলেভাল বালক ভিতরে॥ ১ ॥ যার গেঁদ ভূমেপড়ে সেই জন হারে। বানর করিয়া তারে নাচায় সত্বরে॥ ২ ॥ হুপ হুপ বলি সবে ক্ষে পায় তাহারে। জীবেকি বুঝিবে লীলা নাজানে অমরে॥ ৩ ॥ ◉ ॥ হাউ লীলা॥ দূর বনে খেলে কৃষ্ণ সম বয়ো লৈয়া। ভয়েতে যশোদা তথা গেল অতি ধায়্যা॥ ১ ॥ হাউ ভয় দেখাইয়া চাহে আনিবারে। এক শিশু বনে আসি হাউ রূপ ধরে॥ ২ ॥ যশোদা পলায় দেখি বিশাল আকারি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে নেত্রে ঝরেবারি॥ ৩॥

হারে বধিলে বাছা বাঁচিবারে পারি । মায়েরে কাতর দেখি আসি কহে হরি ॥ ৪ ॥ শ্রীদাম হইল হাউ দেখাইতে ডর । ভয় নাই চল মাতা লই মোরে র ॥ ৫ ॥ সন্ধ্যার আরতি করি শিশুরে খাওয়ায় । জগত জনক হৈয়া পূজেন মা ায় ॥ ৬ ॥ ● ॥ ফল হারী লীলা ॥ রাগ পুরবী আড়াতেতালা ॥ দুঃখিনী কজুড়া ক ছিল বৃন্দাবনে । হীন জাতি কিন্তু প্রেম সাধু সঙ্গ গুণে ॥ ১ ॥ ফল মূল রকারি ভক্তের সদনে । ভক্তি পণ তাহে প্রাপ্তি সফল সুদিনে ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের ালক লীলা শুনিয়া শ্রবণে । সুপক্ক সুন্দর ফল লইয়া যতনে ॥ ৩ ॥ গোকুল গরে আসি নন্দের ভবনে । ফলনে ফলনে বলি ফুকারে সঘনে ॥ ৪ ॥ মন মধ্যে হ বাঞ্ছা কৃষ্ণ দরশনে । অন্তর্যামি নন্দ সুত হেরিয়া লোচনে ॥ ৫ ॥ আয় ায় ফল হারী আমার এখানে । কিনিব সকল ফল সুমূল্য প্রদানে ॥ ৬ ॥ ীযূষ মিলিত বাণী পসিল শ্রবণে । ধায়্যা যায়্যা দাঁড়াইল শিশু বিদ্য মানে ॥ ৭ ॥ সমবয়ো পরিধান সকলে সমানে । কেবা রাম কেবা শ্যাম বিভিন্ন নাচিনে ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ কহে ফল হারী বৈস এই খানে । দেখাহ সকল ফল আমা সবা ানে ॥ ৯ ॥ কমল্লা বাতাবি মিঠা নারাঙ্গি ফলানে । নানা জাতি রম্ভা ফল েলেক মোহনে ॥ ১০ ॥ খাইল সকল ফল শিশু সর্বজনে । দুখিনী অবাক হৈল শিশু আচরণে ॥ ১১ ॥ ফল বেচি চারি ফল লব ছিল মনে । গোয়ালে খাইল ল মোর কৃষ্ণ বিনে ॥ ১২ ॥ তরাইতে জন্ম যার দীন হীন ক্ষীণে । সেজন এদীনে দখিলু কায় কেমনে ॥ ১৩ ॥ কোঁছড় পূরিয়া ধান গোল্লা কাট্যা আনে । কুজুড়ানি াম লও ফলের কারণে ॥ ১৪ ॥ আঁচল পাতিয়া লয় আদর সম্মানে । আঁচলে াড়িতে সোনা হয় ততক্ষণে ॥ ১৫ ॥ হরি কর স্পর্শ মণি জানিল তখনে । রণী লুটিয়া ধরে সরোজ চরণে ॥ ১৬ ॥ ● ॥ গীত ॥ রাগ খটতাল তাল আ াতেতালা ॥ পদ স্পর্শ মণি গুণে ত্রিতাপে রহিতা । লক্ষ্মীর সমান হেন কুজুড়া নিতা ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ জাতি কুল যোগ যাগ নাচায় করতা । কেবল প্রেমের শ বিধি রবি ধাতা ॥ ১ ॥ ● ॥ স্তুতি রাগ করুণা তাল তেতালা ॥ যবন রমণী ামিঃ তারে স্পর্শ কৈলে তুমিঃ এত দয়া কৈলে নিজ গুণে ॥ ১ ॥ ওহে প্রভু

ভক্তি উক্তি বিহীনেঃ জীবন মুক্তি প্রদানেঃ বিলম্ব অবলম্বন তেজিলে দয়ার কারণে ॥ ২ ॥ সাঙ্গ ॥ প্রণমামি তব চরণেঃ বল্লব গৃহে বল্লভং সর্ব্ব পাপ হরণং দাসীত্ব তার দেহি দেহি যশোদা নন্দ নন্দনে ॥ ❁ ॥ সাঙ্গ ॥ অথ মোতি লীলা ॥ রাগ পূরবী ॥ তাল যতি॥ ভগ্নছন্দ ॥ যারে নেহারে তারে নেহাল করে। হরে হরে হরে হরে মুর হরে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বিদেশি বঞ্জারা বলদ ভরিয়া। আনিল উজ্জল মোতি নাহিক রদিয়া ॥ ১ ॥ কংস ধামে বেচিবে মনে করিয়া । উত্তরিল সন্ধ্যা কালেতে আসিয়া ॥ ২ ॥ জল স্থল বাজার সুন্দর দেখিয়া। নন্দপুরে রহিল বলদ লইয়া ॥ ৩ ॥ খেলার বিশ্রামে দ্বারে দাঁড়াইয়া। তঙ্গিতে মোতি ভরা জানিয়া কানাইয়া ॥ ৪ ॥ নিকটে গেল শিশু কিনিব বলিয়া। শিশুরে বঞ্জারা দিল খেদাইয়া ॥ ৫ ॥ রাগেতে কহেন কৃষ্ণ শুণরে ভায়্যা । কাড়ি ছিঁড়ি লও ভায়্যা ঝোলা ভরিয়া ॥ ৬ ॥ শিশু জাল মিলি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া । ভাত যেন কাক লইল লুটীয়া ॥ ৭ ॥ মারিতে বালকে উদ্যত হইয়া। বঞ্জারার গুলি করকা জিনিয়া ॥ ৮ ॥ ❁ ॥ যুদ্ধ জাল ঝাপ ॥ লম্ফে ঝম্ফে শিশু যায় নাবানে কথন । মার মার বলি লাঠি ঘুরায় যখন ॥ ১ ॥ মন্দ বৃন্দ বাল জাল বঞ্জারা দেখিয়া। বন্দুকে রঞ্জক দিল দারুতে ভরিয়া ॥ ২ ॥ পলিতা জালিয়া দাগে ছাতিতে রাখিয়া । পলাবে সকল শিশু শব্দ শুণিয়া ॥ ৩ ॥ বঞ্জারা মালিক কহে শিশু বধ পাপ। বিনা গুলি শব্দ কর দেখাহ প্রতাপ ॥ ৪ ॥ ক্রোধে মজি ভয় তেজি শিশু ছিঁড়ে ছালা। মুক্তা গুলি ভরি ঝুলি চলে ব্রজবালা ॥ ৫ ॥ চৌধুরি হুকুম দিলঃ সব শিশু মারি ফেলঃ ইথে নাহি দোষ। বহুত বন্দুক ছোটেঃ খানে যেন খই ফুটেঃ মারে করি রোষ ॥ ৬ ॥ তীর চলে সনসনেঃ দেখিয়া রাখাল গণেঃ ভাবিল উপায়। কৃষ্ণ কহে শুণ ভাইঃ পলাইতে পথ নাইঃ তেজ মৃত্যু ভয় ॥ ৭ ॥ দু হাতে ঘুরাও লাঠিঃ ভাঙ্গরে তিরের কাঠিঃ গুলি না সামায় । অস্ত্র শস্ত্র লব ছিনিঃ গোপ কুল লাঠি খানিঃ দেখাব উহায় ॥ ৮ ॥ যার নামে কীশলড়েঃ পুচ্ছা নলে লঙ্কা পোড়েঃ গিরি করে লয়। তাহারে জানিয়া শিশুঃ বঞ্জারা চালায় ইষুঃ তোপে কিবা হয় ॥ ৯ ॥ জিতিল শিশুর কুলঃ নন্দ শুণি ব্যাকুলঃ করে হায় হায়। মুকুতা লুটিয়া লয়ঃ নেহাজনে দুঃখ দেয়ঃ

একি হৈল দায় ॥ ১০ ॥ পয়ার ॥ রাগ ইমন কল্যাণ তাল চলতা ॥ পরিবার সহ নন্দ আসিয়া তথায়। সাধুকে বিনয় করে ধরি তার পায় ॥ ১ ॥ প্রভু কৈল রক্ষা মোরে কেহ নামরিল। বালক শাসন করি একত্র করিল ॥ ২ ॥ মসাল দীপক জালি করি রোসনাই। মহাজনে কহে নন্দ মুক্তা লও ভাই ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ কহে বাবা দোষ দৈবেতে ঘটিল। নমুনা নাদিয়া সাধু লড়াই করিল ॥ ৪ ॥ কংসমহাজন মোরা বুঝিল তখন। গোয়ালার কাটি লাঠি রাখিল জীবন ॥ ৫ ॥ লবন সাগর মুক্তা অতি অল্প ধন। শিশু বলি কিছু দিলে হইত শান্তন ॥ ৬ ॥ নন্দ কহে এই রাজ্যে মুক্তা বড় ধন। মোর এত ধন নাই করিতে শোধন ॥ ৭ ॥ ঝোলা খুলি সাধু সঙ্গে করিতে গণন। প্রায় সব ভঙ্গ করে লাঠির ঘাতন ॥ ৮ ॥ অবশেষ কিছু মাত্র কৃষ্ণের ঝুলিতে। দেখিয়া ভৎর্সনা করে কঠোর বাক্যেতে ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ কহে নানা ফল তনু করে সোনা। গাছের মুকুতা ভাল অমূল্য শোভনা ॥ ১০ ॥ ফলাইতে আমি জানি আলকর ভূমি। ছড়াইল কিছু মুক্তা জমি ঘুমি ঘুমি ॥ ১১ ॥ পল মধ্যে তরু ফল প্রকাশ হইল। একটি ফলের দাম সাধু বিচারিল ॥ ১২ ॥ এক কোটী মূল্য সাধু নন্দেরে কহিল। পরম কৈবল্য দাতা শিশুরে জানিল ॥ ১৩ ॥ যবনতা ছাড়ি সবে শরণ লইল। বৈষ্ণব ভকত আখ্যা কৃষ্ণ বর দিল ॥ ১৪ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ অথ মাখন চুরি ॥ রাগ রাম কেলি তাল আড়াতে তালা ॥ দামোদর হলধরঃ আর যত সখাবরঃ দিবা ভাগে করিয়া যুকতি। নন্দ ঘরে করি বাসঃ উঠি সবে নিশি শেষঃ গোপী গৃহে করিলেন গতি ॥ ১ ॥ কংস লাগি ননী ছানাঃ মিঠা দধি ক্ষীর নানাঃ হাঁড়ি ভরি শিকায় যতনে। ঘরে ঘরে গোপী গণেঃ রাখ্যা ছিল প্রাণ পণেঃ চুরি কৈল নন্দের নন্দনে ॥ ২ ॥ পরস্পর কাঁধে চড়িঃ লইল সকল কাড়িঃ খাওয়াইল সকল বালকে। কোন ঘরে লাঠি দিয়াঃ হাঁড়ি ভাঙ্গে চুপে গিয়াঃ দুই ভাই খাইছে কৌতুকে ॥ ৩ ॥ শেষে বৃষভানু পুরেঃ শিশু খায় পেট ভর্যাঃ বাকি যত অঙ্গনে ছড়াই। নাজাগিতে ব্রজ বালাঃ শিশু লই কৈল মেলাঃ ঘরে আসি শুইল সবাই ॥ ৪ ॥ এই রূপ নিতি নিতিঃ করিল চুরির রীতিঃ ব্রজ গোপী নাপায় সন্ধান। কংসের যোগানে ত্রুটিঃ

ভয় চয় ঘটী ঘটীঃ ক্ষীণহৈল সবাকার প্রাণ ॥ ৫ ॥ বৃষভানু প্রতিকয়ঃ জন্তু কিম্বা চোরে খায়ঃ ছানা ননী দধি ক্ষীর আদি। চৌকি দিতে ত্রুটী নাইঃ উদ্দেশ নাহিক পাইঃ বস্ত্র ভূষা নাহি লয় নিধি ॥ ৬ ॥ অন্য গ্রামে মূল্য দিয়াঃ রাজকর যোগাইয়াঃ দিল মোরা তোমারে নাবলি । বৃষভানু শুণি ইহাঃ মনে করে আহা আহাঃ কংস দূতে বুঝি খায় ছলি ॥ ৭ ॥ কংসের দূতের ডরেঃ নিত্য বিঘ্ন ব্রজ পুরেঃ এক মাত্র সহায় সবার। পূতনা শকট কাকঃ প্রলম্ব উপাধি লাখঃ রাম কৃষ্ণ ব্রজেতে প্রচার ॥ ৮ ॥ দুষ্টের দমন কারীঃ রক্ষা কৈল দৈত্য মারিঃ যাও সবে নন্দের গোচর। স্নেহ করি অনু রাগেঃ দুঃখ কথা কৃষ্ণ আগেঃ কহে যাতে ধরা পড়ে চোর ॥ ৯ ॥ শুণিয়া সুহিত বাণীঃ ধায়ে চলে গোপী শ্রেণিঃ কৃষ্ণ লাগি লয় ক্ষীর ননী। নন্দের অঙ্গনেআসিঃ দেখি শ্যাম রামশশীঃ গেলভুলি চোরের কাহিনী ॥ ১০ ॥ নীলাম্বরে পীতাম্বরেঃ দুই অঙ্গ শোভাকরেঃ দুই তাজ মস্তকে রাজিত। শ্বেত পীত রত্নময়ঃ দুই রঙ্গ মোতি তায়ঃ চাককানে ঝুমুকা দুলিত ॥ ১১ ॥ দুই গলে মোতি হারঃ কম রেতে চন্দ্রহারঃ ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজে রুণুঝুনু । কৃষ্ণ করে পৈছি লালঃ পদ্মরাগ শোভে ভালঃ রাম করে শোভে যেন ভাণু ॥ ১২ ॥ চরণের অভরণঃ নূপুরেতে সুশোভনঃ লালপদ্ম পদেতে প্রকাশ। কর তলে স্থলপদ্মঃ ওষ্ঠাধরে বিম্বছদ্মঃ আন শোভা ক রিল নৈরাশ ॥ ১৩ ॥ শ্বেত নীল শোভা যতঃ সকলি করিয়া হতঃ শোভা জিনি আভা দুই অঙ্গে। রাখিয়া হৃদয় পরিঃ খাওয়াইল মুখ ভরিঃ দুইভাই খায় নানা রঙ্গে ॥ ১৪ ॥ কহিল চুরির কথাঃ রাণী শুণি পায়ব্যথাঃ রাম কৃষ্ণ হাসে শুনিশুনি। কৃষ্ণ কহে শুণ গোপীঃ দেহ গেহ দেও সঁপিঃ তবে মোরা ধরি দিব আনি ॥ ১৫ ॥

● ॥ গোপিনীর মাখন চুরির বিনতি সাঙ্গ ॥ ● ॥ গোপী কহে শুণ রাণী রামকৃষ্ণ বাণী। দেহ গেহ দিলে মোরা চোর দিবে আনি ॥ ১ ॥ সাতাইশ দিন যবে কৃষ্ণের হইল। পূতনা করিয়া বধ ব্রজবাঁচাইল ॥ ২ ॥ পঞ্চম মাসেতে হরি শকট বধিল। তৃণাবর্ত্ত শিলা পরি আছাড়ি মারিল ॥ ৩ ॥ যমল অর্জুন তরু চরণে ভাঙ্গিল। বৎসাসুর বক দৈত্য হেলায় বধিল ॥ ৪ ॥ পঞ্চম বৎসরে কৃষ্ণ শক্তি দেখাইল। সেই হৈতে ব্রজবাসী কৃষ্ণেরে চিনিল ॥ ৫ ॥ রূপ গুণ হাসি বাণী দেখিল শুনিল।

প্রাণ মন কৃষ্ণ আগে সকলি সঁপিল ॥ ৬ ॥ আপনা জানিতে মোরা বাকি নারাখিল
থাকেবা কিবুঝ্যা লয় গোপীরা কহিল ॥ ৭ ॥ গোপী বাণী সুধা ধিক শ্রীকৃষ্ণ
শুনিল। ঝাঁপ দিয়া গোপী কোলে আপনি উঠিল ॥ ৮ ॥ গলা ধরি কহে কৃষ্ণ
চোর ধরা কল। নিশিতে জাগিতে হয় মিলিয়া সকল ॥ ৯ ॥ মাখন চোরাকে ধ
ন যুবতি বিমল। একত্র হইলে হয় শুণহ কৌশল ॥ ১০ ॥ কদম্ব নিকুঞ্জে গোপী
থাকিয়া সকলে। অর্দ্ধ নিশি মধ্যে আমি আসিব সেস্থলে ॥ ১১ ॥ সঙ্কেত জানিয়া
গোপী খেদ নিবারিল। রাণীকে প্রণাম করি স্বগৃহে চলিল ॥ ১২ ॥ ❁ ॥ মাখন
চুরির গীত রাগ দেওগিরি তাল তেতালা। চম্পক লতার ঘরেঃ ভোরেতে প্রবেশ
করেঃ আর শিশু রাখিয়া বাহিরে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ একেলা শুইয়া ছিলঃ মুখ তার
ঢাকি দিলঃ ননী ছানা লইয়া মুরারে। গোরস যতেক ছিলঃ বালকে বাঁটিয়া
দিলঃ শেষে হরি জাগায় তাহারে ॥ ১ ॥ খাইতে মাখন চায়ঃ ভাণ্ডে গোপী নাহি
পায়ঃ লজ্জা পাই যায় পর ঘরে। বিড়ালের ডাক শুনিঃ মনেতে বুঝিল ধনিঃ
খাইয়াছে যতছিল পুরে ॥ ২ ॥ ❁ ॥ শ্রীরাগ আড়াতেতালা ॥ বিষখার ঘরে পসি
খার সহিত ৷ গোরস মাগিল হরি বালক বেষ্টিত ॥ ১ ॥ গোপী কহে নাচ সবে
বানরের মত। সকলে গোরস তবে দিব মন মত ॥ ২ ॥ ক্রোধ করি লুটি নৈল
গোরস ত্বরিত। গোপী কহে তোর মাকে কহিব উচিত ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগ
সরফর্দা সমতাল ॥ কংস লাগী দধি দুগ্ধ ননী ছানা সর। অনেক মাঁঠ্যাতে ভরা
অতি মনোহর ॥ ১ ॥ ললিতার ঘরে দেখি চলিল সত্বর। সকল বালক মেলি খায়
নধর ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ কহে হাঁহাঁ দাদা কেন হেন কর। ললিতার গলা ধরি কহে
বার বার ॥ ৩ ॥ ধনি কহে ছাড় হরি করিব সংহার। ললিতাকে বদ্ধ কৈল
নন্দের কুমার ॥ ৪ ॥ খাওয়া সাঙ্গ হৈলে কৃষ্ণ করিলেন ঠার। পলাইল সব
শিশু ললিতা লাচার ॥ ৫ ॥ কাঁচুলি ছিড়িয়া ধায় ভাঙ্গি কণ্ঠ হার। পাছে পাছে
ধনি ধায় বলি মার মার ॥ ৬ ॥ ❁ ॥ গীত রাগ ভৈরবী। তাল আসওয়ারি ॥
দূরে দেখি চন্দ্রাবলী বালক কটক। লুকাইয়া রাখিলেক গোরস যতেক ॥ ১ ॥
হেন কালে আসি হরি হইল ঘটক। কিঞ্চিত মাখন দেও খাউক বালক ॥ ২ ॥

চটক নটক কথা চোরেরনায়ক। বাপ মায় লজ্জা দিয়া হইলে ভিক্ষুক ॥ ৩ ॥ চন্দ্রা বলী কেলিকথা সুখের জনক। হরি কহে তোর ননী উদর পূরক ॥ ৪ ॥ একে একে শিশু গণে ভরি পেট মুখ। খাওয়াইয়া চন্দ্রাবলী মনে পায় সুখ ॥ ৫ ॥ ❁ ॥ এক তালা রাগ জঙ্গলা ॥ মাখন দেগোপী উদর পূরিয়া। মোর নাম দামোদর জগত ভরিয়া ॥ ১ ॥ যৌবন বাড়িবে তোর মোরে খাওয়াইয়া। সুমেরুর চূড়া তোর রবে স্থির হৈয়া ॥ ২ ॥ ভাল স্বামী পাবে তুমি আমারে তুষিয়া। নাদিলে কলঙ্ক তোয় দিব ঘটাইয়া ॥ ৩ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ গীত রাগ সুখরাই। তালসম ॥ নিতি নিতি উৎ পাতঃ সকল বালক সাতঃ খোজ করি পাত পাতঃ গোপী গৃহে করিয়া প্রবেশ। যত ভাঁতি গব্য হয়ঃ সকলি লুটিয়া খায়ঃ ভাঙ্গ্যা ফেলে নাহি ভয়ঃ নাহি রাখে শেষঃ ॥ ১ ॥ বানর ভালুকে দেয়ঃ ঘর ঘর গালি খায়ঃ সদা করে অপচয়ঃ নাহি লজ্জা লেশ ॥ ২ ॥ যার অঙ্গ স্পর্শ করেঃ প্রেম ভক্তি দেয় তারেঃ কৃষ্ণ হেন গুণ ধরেঃ জানিল বিশেষঃ ॥ ৩ ॥ যেইনারী হট করেঃ কৃষ্ণ তারে ফেলে ফেরেঃ সে গোপী নালিশ করেঃ যশোদার পাশ ॥ ৪ ॥ রাণীর উক্তি ॥ ❁ ॥ গীত ঝিজুটি আড়াতেতালা ॥ গোপীর নালিশ শুনি কহে রাণী শিশু নহে চোর। এত দূরে কেন যাবে সদা কাল গৃহে থাকে মোর ॥ ১ ॥ হাতে নোতে আন ধরি তবে জানি মোর বেটা চোর। হরিকে গোপিনী শাসি চলে বলি হৈতে দেও ভোর ॥ ২ ॥ ❁ ॥ সাঙ্গ ॥ গীত ॥ বিভাস রাগ আড়াতেতালা ॥ চোরকি রহিতে পারে নাহি করি চুরি। পাতি ফাঁদ ভূমি চাঁদ ধরে ব্রজ নারী ॥ ১ ॥ শিশু তারা করি ঘেরা মাঝে রাখি হরি। নন্দ ঘরে আনি চোরে দিল হাতে ধরি ॥ ২ ॥ কার মুখে দধি মাখা কার মুখে ছাক্। কৃষ্ণ মুখে নবনীত দেখিয়া অবাক ॥ ৩ ॥ ননী চোরা চিত চোরা তোমার বালক। গোপী বাণী শুনি রাণী হেট কৈল মুখ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ বলে গোপী ছলে জলে করে ক্ষীর। মৌয়া তেলে ঘৃত বল্যা ঠগায় সুধীর ॥ ৫ ॥ দেখি ধনী সব ধনী কলঙ্ক লাগায়্যা। তর ধন নিতেপণ করিছে আসিয়া ॥ ৬ ॥ গোরস আনিয়া করে মুখেতে মাখায়্যা। আমাদের ধর‍্যা আনে পথেতে পাইয়া ॥ ৭ ॥ নন্দ গাঁর শিশু জনে যদি সত্য কয়। তথাচ চপলা গোপী নালবে প্রত্যয় ॥ ৮

গোপী পরিবার শিশু যত বিদ্য মানে। পুছহ জননী সত্য এসবার স্থানে ॥ ৯
রাওলের শিশু গণে কহে গোপীগণে। হরির চাতুরী কহ সত্যের প্রমাণে ॥ ১০
তারা কহে শুণ রাণী মোরা ভাল জানি। গোপিনী মেলিয়া কহে চোরের
কাহিনী ॥ ১১ ॥ ঢে[illegible] আসি তব ঘর। কোন দোষ নাহি করে কৃষ্ণ
[illegible] ॥ ১২ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ মল্লকর্ম্ম অথ কুস্তি লীলা ॥ রাগ আলৈয়া তাল
আড়াতেতালা ॥ বলবন্ত মল্ল গুরু আভীর প্রধান। তাহাকে ডাকিয়া নন্দ কৈল
নিবেদন ॥ ১ ॥ রাম শ্যাম দুইজনে এই শুভক্ষণে। অভ্যাস করাও তুমি শরীর
কল্যাণে ॥ ২ ॥ মল্ল গুরু পূজা করি শিক্ষে মল্ল খেলা। উঠা বসা বাহু কসা
আর ডণ্ডফেলা ॥ ৩ ॥ লপটন কাতি গড়া আর জোড় বাতা। মাল ঝাপ নথ
নি চরণ চড়তা ॥ ৪ ॥ কাক মাল বাহু ফিরি হাত জোড়ি মুষ্টি। নয়ন আলগ
ন্যে করে গলা বেষ্টি ॥ ৫ ॥ হংসচর জমি দোজ কমরের পেঁচ। বাগভাঁড় চক্র
ও জল মুখ ষেচ ॥ ৬ ॥ মুদ্গরণে জম লাল বিবিধ ভাজন। চৌষট্টি প্রকার
স্তি শিখিল সুজন ॥ ৭ ॥ এক দিনে মল্ল বিদ্যা অভ্যাস হইল। বলবন্ত কহে
ভাল এশিষ্য মিলিল ॥ ৮ ॥ অখিল জীবের গুরু তার গুরু কর্ম্ম। আশ্চর্য্য গোকুল
পুরে বিপরীত ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥ রাম কহে মল্ল গুরু খেল মোর সঙ্গে। গুরু কহে দুই
ভাই খেল নানা রঙ্গে ॥ ১০ ॥ দুই ভাই কুস্তি করে অপূর্ব্ব শোভন। নীলমে জ
ড়ত হীরা স্তম্ভ দুই জন ॥ ১১ ॥ গুরু সঙ্গে খেলে দোঁহে অতি সাবধানে। তথাচ
হারিল গুরু নিজ শিষ্য স্থানে ॥ ১২ ॥ জয় যুক্ত হও বাছা এতিন ভুবনে। কো
ল করি সঁপী দিল আনি নন্দ স্থানে ॥ ১৩ ॥ ❁ ॥ সাঙ্গ ॥ গীত ॥ টপ্পা রাগ
মজুটি তাল একতালা ॥ মাল্লের খেলায়ঃ ধরণি দোলায়ঃ কেজানে ইহার মরম।
মহীর বেদনঃ করিল শান্তনঃ ধরার সফল করম ॥ ১ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ কৃষ্ণকে
রাধা চুরি করেণ ॥ রাগ মোলতান তাল তেতালা ॥ চন্দ্রা হটে রাধা আসিঃ নন্দ
ঘরে শ্যাম শশীঃ হেরি রূপ অস্থির হইয়া। যশোদা আহ্বান বিনেঃ যাইতে নারে
সেভবনেঃ চিন্তা যুক্তা কৃষ্ণ নাদেখিয়া ॥ ১ ॥ যুক্তি করি সখি সনেঃ পাঠাইল শুভক্ষ
ণেঃ চুরি করি আনিতে কানায়্যা ॥ দুইপর দিনে আসিঃ মধুর মধুর হাসিঃ পাখি

দিব কৃষ্ণকে বলিয়া ॥ ২ ॥ শাড়ি ঝাঁপি লয় কোলেঃ যশোদা রন্ধন হঙ্গেঃ গুপ্ত ভাবে চলিল লইয়া। রাই কাছে দিল আনিঃ হেরি হেরি নীল মণিঃ হৃদি মাঝে রাখিল তুলিয়া ॥ ৩ ॥ কীর্ত্তিকা তথায় আসিঃ ঘরে দেখে নীল শশীঃ কোলে লয় বদন চুম্বিয়া । সখি কহে দেখি বারেঃ [illegible] নন্দ রাণী আনন্দ লাগীয়া ॥ ৪ ॥ প্রেম করি খাওয়াইলঃ নূতন ভূষণ দিলঃ রাধাকৃষ্ণ সমুখে বসা[illegible] দুইজন রূপ দেখিঃ জুড়াইল দুই আঁখিঃ স্থির হৈল অন্তর সাধিয়া ॥ ৫ ॥ সাঙ্গ ॥ যশোদা বিলাপ করুনা রাগ ॥ ষড় রস দ্রব্য আনি রতন ভাজনে। পালঙ্গ নিকটে আসি জাগান নন্দনে ॥ ১ ॥ শয্যাখানি খালি দেখি ভয় যুক্ত মনে। সন্ধান করিল রাণী সকল ভবনে ॥ ২ ॥ দাস দাসী পরিবারে কেহ নাহি জানে। কৃষ্ণ বিনা যশোদার মরণ জীবনে ॥ ৩ ॥ রতন পালঙ্কে শিশু ছিলেরে শয়নে। ঘর ছাড়ি কোথা গেলে উঠি কার সনে ॥৪॥ রোহিণীর ঘরে রাম নিদ্রিত নয়নে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিউঠি ধাইল তখনে ॥ ৫ ॥ মণি হারা ফণীমত ব্যাকুল সঘনে। জল হারা মীন যেন তড়পে তেমনে ॥ ৬ ॥ চকোর দিবসে দুখি যেন চাঁদ বিনে। ততো ধিক নন্দ রাণী সজল নয়নে ॥ ৭ ॥ বারে [illegible] শিটে হারায়্যা নন্দনে। বৎস হারা গাবী যেন ফিরে অন্বেষণে ॥ ৮ ॥ [illegible] কৃষ্ণ বলিয়া ফুকারে। ক্ষণেউঠে ক্ষণে পড়ে কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ৯ ॥ উপজ ॥ রাধিকার ঘরে কৃষ্ণ নূতন ভূষণ। পরিয়া সন্তোষ মনে ভুলি নিকেতন ॥ ১০ ॥ রাওলের এক শিশু কৃষ্ণ নিজ সখা। ঘরের ভূষণ দিল কহি প্রিয় ভাষা ॥ ১১ ॥ শিশু কহে [illegible] হয়। লইতে আমার মনে হয় অতি ভয় ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণ কহে দশ গু[illegible] । এক গুণ দিতে তোরে কিভয় হইল ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি লইল মাথায়। বুক ধুক ধুক করে আসিয়া আলয় ॥ ১৪ ॥ শিশুরে জননী কহে যাও নন্দ ঘরে । সকল ভূষণ গুলি দেও যশোদারে ॥ ১৫ ॥ মাতৃ আজ্ঞা মতে চলে যশোদা গোচরে। শ্রীঅঙ্গে ভূষণ সব সঁপিল তাহারে ॥ ১৬ ॥ দেখিয়া মূর্চ্ছিত রাণী নাহি সরে কথা। কষ্টে কহে কহ শিশু কৃষ্ণমোর কোথা ॥ ১৭ ॥ শিশু কহে তোর কৃষ্ণ [illegible] গুণ নব রত্ন রাধা দিল তারে ॥ ১৮ ॥ পুরাতন অলঙ্কার ভেট দিল মোরে জননী আজ্ঞায়

দিল ফিরিয়া তোমারে ॥ ১৯ ॥ অন্ধযেন আঁখি পায় আহ্লাদ তেমন। ত্বরিতে যশোদা কৈল রাওলে গমন ॥ ২০ ॥ আকাশের চাঁদ যেন করেতে পাইল। হৃদয়ে রাখিয়া কৃষ্ণ তাপ জুড়াইল ॥ ২১ ॥ আনন্দ বিলাস করে আসি নিজ ঘরে। মঙ্গল উৎসব কৈল মিলি পরিবারে ॥ ২২ ॥ ॥ সাঙ্গ ॥ গীত রাগপরজ তালআড়াতে তারা ॥ রাধা মনমোহিনী মোরে চুরিকরে। বসন ভূষণদিয়া ভুলাইল মোরে ॥ ১ ॥ ...ার দিল মন প্রাণ বশ করিবারে। লাচারেতে তনুখানি দিলাম উহারে ॥ ২ ॥ সাঙ্গ ॥ ॥ অথ দধিমন্থন লীলা আরম্ভ ॥ রাগ আলৈয়া তাল আড়াতেতালা ॥ তপন প্রকাশ আগে দধির মন্থন। যশোদা রোহিণী করে আনন্দে মগন ॥ ১ ॥ কঙ্কণের ধ্বনি শুনি উঠিল মোহন। জাগাইল বলরামে ধরিয়া চরণ ॥ ২ ॥ চুপি চুপি ডাকি আনে আর শিশু গণ। যুটুনু পাতিয়া চলে নন্দের নন্দন ॥ ৩ ॥ রাণীর কমর ধরি দাঁড়ায় মোহন। কণক তরুর তলে নীলম শোভন ॥ ৪ ॥ ততো দিকে শোভা দেখ যশোদা বেষ্টন। হীরাকে লাঞ্ছন কৈল রোহিণী নন্দন ॥ ৫ ॥ দুই ভাই রূপ ধরে তিমির হরণ। আঙ্গিনাকরিল লাল চরণ কিরণ ॥ ৬ ॥ নানা রঙ্গ চাঁদ যদি হয় এক স্থান। বালক মণ্ডলী শোভা নহেক সমান ॥ ৭ ॥ মামা বলিয়া সবে চাহিছে মাখন। রাণী কহে দিব বাছা স্থির কর মন ॥ ৮ ॥ মন্থন হইলেসাঙ্গ করিব পূজন। কুলদেব বাসুদেবে করি নিবেদন ॥ ৯ ॥ সকলি তোমারে দিব রাখহ বচন। নামানি রাণীর কথা কমল লোচন ॥ ১০ ॥ শিশুর সমাজ সঙ্গে করিল রোদন। তথাচ বাদিল রাণী পূজার কারণ ॥ ১১ ॥ অঞ্চল ধরিয়া পুন কর প্রসারণ। দেও দেও দেও বলি করে উচ্চারণ ॥ ১২ ॥ রাণী কহে রহ রহ হও র শান্তন। প্রসাদ হইলে তুমি করিয় ভোজন ॥ ১৩ ॥ দুই ভাই শিশু সহ হইয়া মিলন। আস্ত ব্যস্ত করে দেখ শোভা অতুলন ॥ ১৪ ॥ রাণী গলাধরি কেহ ঝুলিয়া পড়িল। কেহ বাহু মূল ধরি মন্থন বারিল ॥ ১৫ ॥ কেহ পীঠ বস্ত্র ধরি করে টানা টানি। পদ ধরি কহে শিশু দেও মা নবনী ॥ ১৬ ॥ দক্ষিণ করেতে ধরি মাঁই চোষে হরি। ক্ষণে ক্ষণে ননী চাহে মার মুখ ধরি ॥ ১৭ ॥ এই রূপ রোহিণীকে বলাই করিল। শিশু কলবর ধ্বনি ব্রজেতে উঠিল ॥ ১৮ ॥ দেখিতে